NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ এতদিনে বুঝি কুলি-শহরের নাম ঘুচলো

মোদির বক্তৃতা সব ভাষাতেই, সৌজন্যে এআই ৭

কলকাতা ১৮ মার্চ ২০২৪ ৪ চৈত্র ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২৭৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 18.3.2024, Vol.17, Issue No. 276, 8 Pages, Price 3.00

কলকাতার সময়

আজ	কাল
৭ রমজান	৮ রমজান
ইফতার	সেহরি শেষ
০৫.৫২	০৪.২১

এক নজরে

ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে সকলকে: সেলিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট। রবিবারই জোট সংক্রান্ত জটিলতার মধ্যে বামফ্রন্টের অন্য শরিক দলগুলির সঙ্গে আবার বৈঠকে বসেছিল সিপিএম। বৈঠকের শেষে প্রশ্ন উঠতেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সরস উত্তর, 'রাজ্যে আমরা এখন বিজেপি এবং তৃণমূল বিরোধী শক্তিগুলিকে একত্র করে সেলাই করার চেষ্টা করছি।' তাঁর কথায়, বঙ্গে বাম ও কংগ্রেসের জোটের অবস্থা এখন উৎসবের আগে দর্জির দোকানে সেলাই করতে দেওয়া জামার মতো! সেলিম বলেন, 'পুজো বা ইদের আগে দর্জিদের দোকানে জামা দিলে কী বলে? বলেন পুজোর আগে পেয়ে যাবে বা ইদের আগে পেয়ে যাবে। আমরাও বলছি ভোটের আগে সব হয়ে যাবে।' কংগ্রেসের সঙ্গে আসনরফা নিয়ে বামেদের শরিকদলগুলির মধ্যে যে ঠান্ডাযুদ্ধ চলছিল রবি-বৈঠকে কি তা মেটানো গিয়েছে কি না, তার স্পষ্ট উত্তর মেলেনি এদিন। শনিবার লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার পর রবিবারই সিপিএমের সঙ্গে আলাদা আলাদ বৈঠকে বসেছিল আরএসপি, সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লকের মতো বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি। তার পর বামফ্রন্টেরও একটি বৈঠক হয়। কথা ছিল এর পরে বিকেল চারটে নাগাদ বামফ্রন্টের তরফে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হবে। সেখানেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সেলিম তিনি দেশ এবং রাজ্যের নানা সাম্প্রতিক বিষয়, নির্বাচনী বন্ড থেকে শুরু করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পড়ে গিয়ে চোট পাওয়া পর্যন্ত সবকিছু নিয়েই সিপিএমের অবস্থান স্পষ্ট করেন। রবিবার বামফ্রন্টের বৈঠকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রথম দফায় পশ্চিমবঙ্গের যে তিনটি কেন্দ্রে ভোট হওয়ার কথা, সেগুলি হল, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার। বামেদের প্রার্থিতালিকায় এই আলিপুরদুয়ারের প্রার্থীরই নাম ছিল না। রবিবার ঠিক হয়েছে বামফ্রন্টের তরফে ওই আসনে লড়বেন আরএসপির প্রার্থী মিলি ওরাওঁ। গত কয়েকদিন ধরেই বাম-কংগ্রেস জোটের আসনরফা নিয়ে অসন্তোষের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বামেদের শরিকদলগুলির মধ্যে। পুরুলিয়ার আসন কংগ্রেসকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক তীব্র আপত্তি তুলেছে। রাজ্যের আরও কিছু আসনে প্রার্থী ঘোষণা নিয়েও চলছে বামেদের শরিক দলগুলির ঠান্ডাযুদ্ধ। আলিমুদ্দিনে রবিবারের বৈঠক ডাকা হয়েছিল সেই যুদ্ধ থামাতেই। যদিও তাতে কোনও ইতিবাচক সূত্র মিলেছে বলে ইঙ্গিত মেলেনি। সূত্রের খবর, যে কংগ্রেসকে নিয়ে বামফ্রন্টে এত তর্কবিতর্ক, সেই কংগ্রেসের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী জোট করবে, কী ভাবে বা কতটা হবে, তা নিয়েও সংশয়, বিভ্রান্তি রয়েছে। কংগ্রেস অবশ্য এখনও বাংলায় তাদের কোনও প্রার্থীর নামই ঘোষণা করেনি। আবার জোট নিয়েও কোনও কথা বলেনি। আপাতত তাই কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়েই থাকতে হচ্ছে বামফ্রন্ট নেতৃত্বকে। রবিবার সেলিমকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'রাজ্যে সাত দফায় ভোট। ১৬ জনের একটি প্রার্থী তালিকা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা এখনও সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। যেমন যেমন ঐক্য হবে। আমরা জানিয়ে দেব।'

নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত নতুন নথি প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত আরও কিছু নথি প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবারের পর রবিবার কমিশন তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ করে জানিয়েছে, কারা নির্বাচনী বন্ড কিনেছে এবং কোন কোন রাজনৈতিক দল সেই সব বন্ড থেকে টাকা তুলেছে। রাজনৈতিক দলগুলির দেওয়া তথ্যই এ বার প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। কমিশন রবিবার এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে রেজিস্ট্রি থেকে প্রাপ্ত তথ্যই ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। শীর্ষ আদালত একটি মুখবন্ধ খামে করে নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত সেই তথ্য দিয়েছিল।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, শুনানি চলাকালীন নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত যা যা তথ্য মুখবন্ধ খামে সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলি, সেই তথ্যই প্রকাশ্যে আনা হল। মনে করা হচ্ছে, এই তথ্য ১২ এপ্রিল ২০১৯ সালের আগে নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্যাবলী।

সেই তথ্য বলছে, নির্বাচনী বন্ড থেকে বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে ৬৯৮৬.৫ কোটি টাকা। রাজনৈতিক চাঁদা দেওয়ার জন্য ২০১৮ সালে চালু করা হয়ে ইলেকটোরাল বন্ড। তার পর থেকে ওই বিপুল টাকা পার্টি ফান্ডের জন্য তুলেছে বিজেপি।

নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ১৩৯৭ কোটি টাকা। কংগ্রেসের ঘরে গিয়েছে ১৩৩৪ কোটি টাকা। তেলঙ্গানার ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি(বিআরএস)পেয়েছে ১৩২২ কোটি টাকা। অন্যদিকে ডিএমকে পেয়েছে ৬৫৬ কোটি টাকা।

এছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে ওড়িশার শাসক দল বিজেডি (৯৪৪.৫ কোটি), তামিলনাড়ুর ডিএমকে (৬৫৬.৫ কোটি), অন্ধ্রের ওয়াইএসআর কংগ্রেস (৪৪২.৮)। জেডিএসের প্রাপ্ত ৮৯.৭৫ কোটির মধ্যে ৫০ কোটি টাকাই দিয়েছে মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং। নির্বাচনী বন্ড কেনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এই সংস্থাটি।

তবে এই তথ্যে নির্বাচনী বন্ডের অনন্য নম্বর নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এসবিআই নির্বাচন কমিশনের হাতে বন্ড সংক্রান্ত যে তথ্য জমা দিয়েছিল তাতে বন্ডের অনন্য নম্বর ছিল না। তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনার মুখে পড়ে এসবিআই। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ জানায়, অসম্পূর্ণ তথ্য জমা দিয়েছে এসবিআই। আদালত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নির্বাচনী বন্ড নিয়ে সম্পূর্ণ তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আজ, সোমবার। এই দিনই স্টেট ব্যাঙ্ককে এই ত্রুটির ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। জানা গিয়েছে, নির্বাচনী বন্ডের নম্বর প্রকাশ্যে এলে রাজনৈতিক দল এবং অনুদানদাতাদের মধ্যে কী সম্পর্ক, তা বুঝতে সুবিধা হবে।

উল্লেখ্য, তৃণমূল ইতিমধ্যেই এসবিআইকে চিঠি দিয়ে বন্ডের অনন্য নম্বর জানতে চেয়েছে। তাদের বক্তব্য, যদি সেই তথ্য পাওয়া যায় তবে তারা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানতে পারবে। কংগ্রেস জানিয়েছে, তারা বন্ড সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্যে আনবে। বহুজন সমাজবাদী পার্টি, সিপিএম, সিপিআই-এর মতো রাজনৈতিক দলগুলো স্পষ্ট জানিয়েছে, নির্বাচনী বন্ড থেকে তারা কোনও টাকা পায়নি। তবে বিজেপি এ ব্যাপারে এখনও কোনও অনুরোধ জানায়নি এসবিআইকে।

আগের চেয়ে সুস্থ মমতা, সেলাই কাটা হবে আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা সুস্থ। আজ, সামবার তাঁর কপাল ও নাকের সেলাই কাটা হতে পারে বলছেন চিকিৎসকরা।

বৃহস্পতিবার বাড়িতে পড়ে গিয়ে কপালে চোট পেয়েছিলেন মমতা। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল আহত মুখ্যমন্ত্রীকে । সেই দুর্ঘটনার দু'দিন পর অনেকটাই সুস্থ তিনি। তবে রয়েছেন চিকিৎসকদের কড়া নজরে।

বর্তমানে বাড়িতেই চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। চিকিৎসকদের তরফে জানা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় ব্যথা থাকলেও আগের তুলনায় তা অনেকটা কম। অ্যান্টিবায়োটিক চলছে। পরিস্থিতি যা তাতে সোমবার তাঁর কপাল ও নাকের সেলাই কাটা হতে পারে। ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার। সেদিন সন্ধেবেলা কোনওভাবে বাড়িতে পড়ে গিয়ে আহত হন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলের তরফে সোশাল মিডিয়ায় আহত মমতার ছবি প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল। যেখানে দেখা যায়, তাঁর কপালে গভীর ক্ষত।

দুর্ঘটনার পরপরই তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল এসএসকেএম হাসপাতালে। উডবার্ন ব্লকের সাড়ে ১২ নং কেবিনে। দ্রুত ভর্তি করিয়ে শুরু হয়েছিল চিকিৎসা। রাত সাড়ে ১০ টা নাগাদ চিকিৎসকরা জানান, ক্ষতস্থান থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছে। কপালে ৩টি ও নাকে একটি স্টিচ পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দেওয়া হলেও তিনি বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা করাতে চান। তাঁর অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসার পর সুস্থতা কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি একাধিক জাতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। রাজ্যের নানা প্রান্তে মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থতা প্রার্থনা করে পুজো দেওয়া হয়।

বদলে গেল ভোট গণনার দিন

অরুণাচল, সিকিমে বিধানসভার ভোট গণনা হবে ২ জুন: কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: বদলে গেল উত্তর-পূর্বের দুই রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ এবং সিকিমে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনার দিন। ৪ জুন নয়। দুই রাজ্যে ভোট গণনা হবে ২ জুন।

গত শনিবারই ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে কমিশন। লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে দেশের চারটি রাজ্যে বিধানসভার ভোটের দিনক্ষণও ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই চারটি রাজ্য হল, ওড়িশা, সিকিম, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং অরুণাচল প্রদেশ। চার রাজ্যেরই ভোটগণনা ৪ জুন হবে বলেও জানিয়েছিল কমিশন। কিন্তু নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কমিশন উত্তর-পূর্বের দুই রাজ্যের ভোটগণনার দিন পরিবর্তন করল।

কমিশন জানিয়েছে, ২ জুন দুই রাজ্যের বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাই ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২৪, অনুচ্ছেদ ১৭২(১) এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধি আইনের ১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী ওই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ভোট পর্ব শেষ করতে হবে। তাই প্রথমে ৪ জুন ভোটগণনার কথা ঘোষণা করেও তা পরিবর্তন করতে হল কমিশনকে।

শুধুমাত্র বিধানসভা নির্বাচনেরই ভোটগণনার দিন পরিবর্তন করা হয়েছে এই দুই রাজ্যে। লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনার দিন পরিবর্তন করা হয়নি। বাকি রাজ্যগুলির সঙ্গে এই দুই রাজ্যেও লোকসভার ভোট গণনা হবে ৪ জুন। ৬০ আসন বিশিষ্ট অরুণাচলে বিধানসভার ভোট হবে এক দফায় ১৯ এপ্রিল। তার সঙ্গে লোকসভার ২টি আসনে ভোট হবে ওই দিনই। ৩২ আসনবিশিষ্ট সিকিমে ভোট হবে ১৯ এপ্রিল।

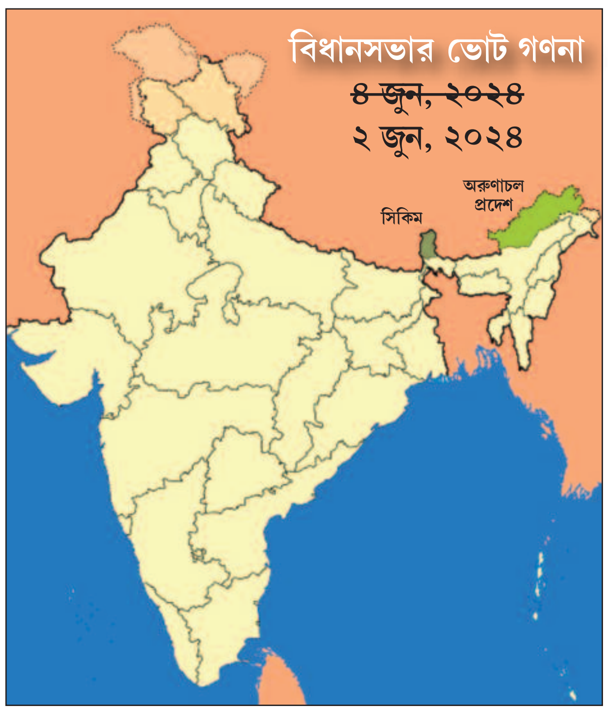

২০১৯-এর বিধানসভা ভোটে সিকিমে ২৫ বছরের মুখ্যমন্ত্রী পবনকুমার চামলিংয়ের দল সিকিম ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার প্রধান প্রেম সিংহ তামাং ওরফে পিএস গোলে। মূল লড়াই ওই দু'দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

২০১৪-র বিধানসভা ভোটে জিতে অরুণাচলে কংগ্রেস সরকার গঠন করলেও পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু অধিকাংশ বিধায়ককে নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। ২০১৯-এর ভোটে সেখানে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়েছিল পদ্মশিবির। এ বার কংগ্রেস, এনপিপির মতো বিরোধী দলগুলি থাকলেও সেখানে বিজেপির ক্ষমতা পুনর্দখল কার্যত নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে।

শাহজাহানের ভাই আলমগীর সহ ৩ জনের ৫ দিনের সিবিআই হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালি কাণ্ডে ধৃত শেখ শাহজাহানের ভাই আলমগীরও এবার সিবিআই হেপাজতে। রবিবার আলমগীর-সহ ৩ জনকে ৫ দিনের সিবিআই হেপাজতেপ নির্দেশ দিয়েছে আদালত। রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে শেখ শাজাহানের ভাই শেখ আলমগীর, তৃণমূল নেতা মাফুজার মোল্লা এবং সিরাজুল মোল্লাকে তোলা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭ টি ধারায় মামলাও রুজু করা হয়। এদিন আদালতে তাদের ১৪ দিনের হেপাজতের জন্য আবেদন জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। তবে আদালত ৫ দিনের হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় শনিবার গ্রেপ্তার হয় শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগীরকে। শনিবার নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেন তিনি। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। আলমগীরের পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় মাফুজার মোল্লা এবং সিরাজুল মোল্লা নামের আরও দু'জনকে। তাঁরাও সন্দেশখালির বাসিন্দা। আলমগীরের সঙ্গে শনিবার ওই দু'জনকেও গ্রেপ্তার করে সিবিআই। ফলে ইডির উপর হামলার ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭-এ। উল্লেখ্য, ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তের জন্য শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হন ইডি আধিকারিকরা। টানা ৫৫ দিন নিখোঁজ থাকার পর গত ২৯ ফেব্রুয়ারি শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আদালতের নির্দেশে শাহজাহানকে নিজেদের হেপাজতে নেয় সিবিআই।

এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, কার নির্দেশে ইডির উপর হামলা হয়েছিল আর শেখ শাহজাহানকে গা ঢাকা দিতে কারা মদত দিয়েছিল এই ব্যাপারে আলমগীর-সহ দু'জনকে জেরা করে সমস্ত তথ্য জানতে চাইছেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। রবিবার আদালতে সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়, সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার দিন ঘটনাস্থলেই ছিলেন আলমগীর। শুধু তাই নয়, গোটা ঘটনার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র তুলে ধরেন সিবিআইয়ের আইনজীবী।

এদিকে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে শাহজাহান ৫৫ দিন নিঁখোজ থাকার সময়ে তাঁকে সাহায্য করেছিল এই আলমগীর। শুধু তাই নয়, সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনাতেও যুক্ত ছিলেন শাহজাহানের ভাই। আলমগীরের উপস্থিতির তথ্য প্রমাণও রয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের হাতে। বিভিন্ন জায়গায় ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করে সেই তথ্য মিলেছে। একইসঙ্গে শাহজাহান মোবাইলে কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে তাও জানতে পেরেছে সিবিআই অফিসাররা। সেই সূত্র ধরে আলমগীরকে একাধিকবার তলব করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। এরপরই শনিবার হাজিরার পর আলমগীর সহ বাকিদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে সিবিআই। যদিও এই সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি আলমগীর।

এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিআইডির থেকে সিবিআই তদন্তভার নেওয়ার পর শাহজাহান ঘনিষ্ঠ জিয়াউদ্দিন মেল্লা, দিদারবক্স মোল্লা এবং ফারুক আকুঞ্জিকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। গত ১১ মার্চ তাঁদেরকেও নিজাম প্যালেমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা।

গত কয়েকদিনে সন্দেশখালিকাণ্ডে ইডির উপর হামলার ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। দফায় দফায় সন্দেশখালিতে গিয়ে অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। শনিবারও সিবিআইয়ের একটি দল সন্দেশখালিতে যায় বলে সিবিআই সূত্রের খবর। এদিন সমান্তরালভাবে নিজাম প্যালেমে চলে আলমগীর সহ সন্দেশখালিকাণ্ডে অভিযুক্ত বাকিদের জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব।

বানতলায় প্লাস্টিকের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বানতলায় প্লাস্টিকের গুদামে ভয়াবহ আগুন। রবিবার দুপুরে আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। আগুনের আকাশ ছোঁয়া লেলিহান শিখা দেখে আতঙ্ক ছড়ায়। আশপাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের ১০টি ইঞ্জিন দীর্ঘ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকার লোকজন জানান, বিকালে হঠাৎ মনে হচ্ছিল বিস্ফোরণ হচ্ছে। বিকট সে শব্দ!

এরপরই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দেখেন, কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে। ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করেন এলাকার বাসিন্দারা। যেখানে এই কারখানা, তা থেকে বাড়িগুলি খুব দূরে নয়। কীভাবে প্লাস্টিকের গুদামে আগুন লাগল, তা স্পষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে দমকল। সেখানে যথাযথ অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভূপেশ বাঘেলের বিরুদ্ধে এফআইআর

ছত্তিশগড়: ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের বিরুদ্ধে এফআইআর করল ইকনমিক অফেন্সেস উইং (ইওডব্লিউ)। মহাদেব অনলাইন বেটিং অ্যাপ দুর্নীতি নিয়ে তদন্তে নেমেছিল ইডি। সেই তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতেই এফআইআর দায়ের হয়েছে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এই বেটিং অ্যাপ দুর্নীতির তদন্ত করছে ইডি। তাদের দাবি, এই অ্যাপের মাধ্যমে টাকা নয়ছয় হয়েছে। প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকা। তদন্তকারী আধিকারিকদের আরও দাবি, এই দুর্নীতির নেপথ্যে রয়েছেন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। ইওডব্লিউয়ের এক আধিকারিক বলেন, ' ইণি মামলার তদন্ত করছে। রাজ্যের ইকনমিক অফেন্সেস উইংয়ে যে রিপোর্ট তারা জমা করেছে, তার ভিত্তিতেই ভূপেশ বঘেল এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে গত ৪ মার্চ ইওডব্লিউ থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Sougata Saha, S/o Let Samir Chanda Saha residing at 378, Jawpur Road, Ramkrishna Park, South Dum Dum (M), Mothijheel, Kolkata-700074 hereby declare that in my Birth Certificate where my name has wrongly recorded as "Saugata Saha" instead of "Sougata saha". "Sougata Saha" and "Saugata Saha" are the same and one identical person through an affidavit Metropolitan Magistrate at Kolkata dt. 28.02.2024.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল :
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০
৯০০৭২৯৯৩৫৩
৯৮৭৪০ ৯২২২০

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী গৌরব পাল, পিতা - সুশান্ত পাল, সাকিম - ডি এল ১৪২, সেক্টর ২, কোলকাতা বর্তমানে ক্যানাডাতে বসবাস করেন, তিনি বিগত ইংরাজি ০৪/১১/২০২১ তারিখে জীবনকৃষ্ণ পাল, পিতা - স্বর্গীয় তমালকৃষ্ণ পাল, সাকিম - কুমারডাঙ্গা পোষ্ট ও থানা - কীর্নাহার, জেলা - বীরভূম মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার বলে জীবনকৃষ্ণ পাল মহাশয় দীনবন্ধু ঘোষ ও সরজ কুমার মণ্ডল মহাশয়গনকে ২০২২ সালে সিউড়ী ডি এস আর অফিসের ৩১৮৩ নম্বর খোসকোবালা দলিলমুলে বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতন থানার অধীন কেউদহ মৌজার ৭৮/১১৫৫, ৫৯/৯৮২, ৫৯/১১৯২, ৬৫,৬৭,৭৮ দাগের মোট ৪০০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন।

Goutam Sarkar
Advocate
Bolpur Court, Birbhum
15/03/2024

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ই মার্চ। ৪ঠা চৈত্র। সোমবার। নবমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্রর মহাদশা। বিংশোত্তরী রাহুর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখ বর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মাঝ গঙ্গায় মা কালীর মূর্তি! কিসের সংকেত, গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো ঘটনা হাওড়াতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: এই রাজ্যে বহুল প্রচলিত হিন্দু দেব-দেবীদের মধ্যে মা কালী অন্যতম। বাংলার প্রতিটি কোণে মা কালীর মন্দির চোখে পড়ে। এই মাকে নিয়ে এই বাংলাতেই বহু সাধক বহু গান রচনা করেছেন যা আজও বারোয়ারি কালীপুজো হোক মন্দিরের বা বাড়ির পুজো তার গান বাজে। এক কথায় বাংলার মাটিকে শক্তির পীঠ বলেও উল্লেখ করা হয়। সেই মাকে ঘিরেই এক অদ্ভুত চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলো রবিবার ভোর বেলাতে। স্থানীয় সূত্রে খবর শনিবার চুনাভাটি এলাকায় জনৈক প্রদ্যুৎ নস্করের বাড়ির মানসিক রক্ষাকালী পূজা করেন। সারারাত পূজা অর্চনার পর রবিবার ভোর বেলায় পোদড়া পালেদের গঙ্গার ঘাটে কালী মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জন করে বাড়ি ফিরে আসেন। প্রদ্যুৎ বাবু জানান সকাল ৬ টার দিকে ওই এলাকা থেকে তার কাছে ফোন আসে, ফোনে বলা হয় তাদের বাড়ির কালী প্রতিমা গঙ্গার বক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। এই খবরে শুনে তাদের পরিবার হক চকিয়ে যান। এরপরই তারা ছুটে যান গঙ্গার ধারে। ততক্ষণে ওই গঙ্গার ঘাটে প্রচুর মানুষ ভিড় করেছেন ওই দৃশ্য দেখার জন্য। সকলেই দেখছেন গঙ্গায় জলের স্রোত বইলেও তার মধ্যেই গঙ্গার বুকে প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে, যা দেখে অনেকের কাছে আশ্চর্য মনে

হয়েছে। অনেকের বিশ্বাস স্বয়ং মা কালী তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলেই কিছু বোঝাতে চেয়েছেন। পরিবারের লোক মনে করছেন পুজোতে তাদের কোনও ভুল ত্রুটি হওয়ার জন্য মা যেতে চাননি, তাই ওইভাবে গঙ্গা বক্ষে দাঁড়িয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। এই ঘটনা দ্রুত গতিতে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ার পর গঙ্গার ঘাটে ভিরের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ঘটনাস্থলে নাজিরগঞ্জ থানার পুলিশ আসে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। পরিবারের তরফ থেকে মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে পুনরায় পুজো করে গঙ্গা বক্ষে প্রতিমা ভাসিয়ে দেন। গোটা ঘটনাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকাতে।

দেওয়াল চুনকাম করতে গিয়ে বীজপুরে আক্রান্ত বিজেপির বুথ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দেওয়াল চুনকাম করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন বিজেপির এক বুথ সভাপতি। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বীজপুর থানার কাঁচড়াপাড়া পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুল্লকের নবীনপল্লিতে। আক্রান্ত বুথ সভাপতি বাবলু মণ্ডল কল্যাণী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আক্রান্তের অভিযোগ, বাইকে চেপে এসে তৃণমূলের বনি, কার্তিক ও বাদল তাঁকে মারধর করেছে। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে তিনি বীজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এদিকে আক্রান্ত দলীয় কর্মীকে দেখতে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে যান ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। সাংসদের অভিযোগ, দেওয়াল চুনকাম করার সময় অতর্কিতে বুথ সভাপতি বাবলু মণ্ডলের ওপর হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী অভিজিৎ রায় ওরফে বনি-সহ বেশ কয়েকজন। সাংসদের অভিযোগ, পুলিশ আর গুন্ডারা মিলে বীজপুরে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু তারা রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলা করবেন। সাংসদের দাবি, লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় যদি দল লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছয় অর্থাৎ ২৫-২৬ টি আসন পেয়ে যায়। তখন দেখবেন পুলিশ আর গুন্ডা মস্তানদের কি অবস্থা হয়। ঘটনা নিয়ে কাঁচড়াপাড়ার পুরপ্রধান কমল অধিকারী বলেন, বীজপুরের আইন-শৃঙ্খলা অনেক ভালো। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানো হয়। মারধরের ঘটনা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

আমি হাওড়ার ভূমিপুত্র, প্রসূনকে খোঁচা রথীনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার উত্তর হাওড়াতে নিজের সংযোগ প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূলের বহিরাগত তত্ত্বকে তির্যকভাবে কটাক্ষ করেন বিজেপির ভূমিপুত্র প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী। রবিবারের সকালে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে এভাবেই শাসক দলকে আক্রমণ করলেন বিজেপির হাওড়া সদর লোকসভার প্রার্থী। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বহিরাগত তত্ত্বকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমেছিলেন রাজ্যের শাসকদল। শাসকের সেই তত্ত্বকেই ঘুরিয়ে কটাক্ষ করলেন হাওড়া জেলার সদরের লোকসভার বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'আমি তো ভূমিপুত্র, যে দিন থেকে আমার নাম দিয়েছে প্রচার চলছে। মানুষ ভালোবাসা দিয়ে বরণ করছেন আমিও তাদের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি।'

রবিবার সকাল ১১ টার দিকে হাওড়ার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড শৈলকুমার মুখার্জি লেনে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠানে যান। তার আগে ওই এলাকায় কৃষ্ণ মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার পর্ব শুরু করেন। রথীনের সঙ্গে এদিন প্রচারে সামিল হয়েছিলেন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুর প্রতিনিধি গীতা রাই সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

শিক্ষায় গতি আনতে শিক্ষকদের আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সির পাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সির মাধ্যমে প্রায় সব ক্ষেত্রেই কাজের অগ্রগতি অতি দ্রুত হচ্ছে। একইভাবে সমস্ত কাজকে নিখুঁত করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার আরো উন্নতি ঘটানো যায় এ বিষয়ে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রিন্সিপালদের নিয়ে একটি অভিনব কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল সল্টলেকের হরিয়ানা বিদ্যামন্দিরে। এখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সির বিভিন্ন প্রয়োগ তুলে ধরেন আইআইটি খড়গপুরের প্রাক্তনীরা। এড়ুডাইম, স্টেমপাওয়ার্ড, মেন্টর্স-ফার্স্ট-এর মাধ্যমে শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তনের আনার জন্য এআই এর ব্যবহারে তারা বিশ্বাসী বলে জানালেন কোম্পানিগুলির সিইও রাজীব আগরওয়াল। সংস্থাগুলির কো ফাউন্ডার ও সিইও শুভময় বক্সী বলেন, শিক্ষার জগতকে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে সেটি এদিনের প্রশিক্ষনে তুলে ধরা হয়। আমরা আশাবাদী শিক্ষায় এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার শিক্ষকদের আরও নতুন রকম ভাবে প্রশিক্ষিত করবে এবং শিক্ষার্থীদের একটি মজাদার নতুন উপায়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

রাজভবনে নতুন পোর্টাল চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজভবনে একটি নতুন পোর্টাল চালু হল। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আজ এই নতুন পোর্টালের উদ্বোধন করেন, logsabha.rajbhavankolkata@gmail.com ঠিকানার ওই পোর্টালের মাধ্যমে রাজ্যের নাগরিকরা ভোট সংক্রান্ত বিষয় নিজেদের পরামর্শ ও অভিযোগ জানাতে পারবেন বলে রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে। সমস্ত অভাব অভিযোগের দ্রুত নিস্পত্তিরও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেও রাজভবনে সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানানোর জন্য একটি পিস রুম চালু করা হয়েছিল। এবার লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে নতুন পোর্টাল চালু করা হলো। রাজ্যপাল আগেই জানিয়েছেন লোকসভা ভোটের দিনগুলিতে তিনি রাস্তায় থেকে ভোট পর্ব অবাধ ও শান্তিপূর্ণ রাখার চেষ্টা করবেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভাব অভিযোগের মীমাংসা করবেন।

তৃণমূলের লোককে বিজেপি সাজিয়ে যোগদান করানো হচ্ছে অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটি দোগাছিয়া দাস পাড়ায় ৪০ জন বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগ দিলেন বলে রবিবার দাবি করেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। এদিন সন্ধেয় ব্যারাকপুর স্টেশন চত্বরে দলীয় এক সভায় এপ্রসঙ্গে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূলের লোককে বিজেপি সাজিয়ে যোগদান করানো হচ্ছে। অপেক্ষা করুন। নৈহাটিতেও তৃণমূল হারবে। তারপর দেখবেন নৈহাটি থেকে হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। এদিনের সভায় হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং প্রমুখ।

সিএএ-সমর্থনে ও মহিলাদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে নৈহাটিতে বিজেপির মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সিএএ-এর সমর্থনে এবং সন্দেশখালিতে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে বিজেপির সংগঠনিক জেলার ওবিসি মোর্চার তরফে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। উক্ত মিছিল নৈহাটির নদিয়া জুটমিলের কাছ থেকে শুরু হয়ে ঘোষপাড়া রোড ধরে গরুরফাঁড়ি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। উক্ত মিছিলে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপক মিত্র, জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মিছিলে যোগ দিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপক মিত্র বলেন, সন্দেশখালিতে নারীদের ওপর যেভাবে অত্যাচার হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এই মিছিল। তাছাড়া মোদিজির নেতৃত্বে এবারে ৪০০ পার হবে, মিছিল থেকে সেই বার্তাও দেওয়া হয়েছে। রূপক বাবুর কথায়, ব্যারাকপুর কেন্দ্রে কে প্রার্থী হবেন, সেটা দল ঠিক করবে। তবে গোটা দেশে নরেন্দ্র মোদির ছবি আর পদ্ম ফুল দেখেই ভোট হয়।

একসঙ্গে পাঁচটি ভিন্ন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুললেন নামখানার কবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: একদিনে এক সঙ্গে পাঁচটি ভিন্ন ঘরানার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে জায়গা করে নিলেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের দেবনগর গ্রামের তরুণ কবি ধ্রুববিকাশ মাইতি। ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখার প্রতি ছিল তাঁর আগ্রহ। মৌসুনি কো-অপারেটিভ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক শিক্ষা শেষ করে রাষ্ট্র বিজ্ঞান নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরশিক্ষার মাধ্যমে স্নাতকোত্তর করছেন ধ্রুববিকাশ। বয়স এখনও পাঁচিশ না পেরোলেও... সফলতার পেছনে থাকে অনেক বাধা বিপত্তি। সেইসব পার করে তিনি তিল তিল করে গড়ে তুললেন এক নতুন

ইতিহাস। তারপর ২০১৯ সালে নবীন হাতে প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন 'অনুপমা', তারপর ওই ব্লকে 'সমুদ্র জানালা কবিতা পত্র' নামে এক গোষ্ঠীতে মাঝেমধ্যে কবিতা নিয়ে আলোচনায় বসতেন। প্রকাশিত অনুপমা কাব্যগ্রন্থের পর 'গোছানো পাতার জল', 'নদী ভর্তি কবিতার নৌকো' (২০২১) ও 'প্রতিটি পায়ের শব্দ' এবং কবিতা লেখনীর ওপর ভিত্তি করে বেশ কিছু প্রতিযোগিতায় পেয়েছেন পুরস্কার।

এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লেখক অপূর্ব কুমার দাস বলেন, 'ধ্রুব বিকাশ মাইতির একসঙ্গে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ এক অনন্য ঘটনা। মাত্র ২৫ বছর বয়সে এই সাফল্য আগামী দিনের বহু যুবক-যুবতীকে প্রেরণা জোগাবে। পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'অথবা জলচক্র' কাব্যগ্রন্থটি আধুনিক কবিতার। 'বোতাম বিশ্বাসের মতো' কাব্যগ্রন্থটি জাতীয় কবিতার। 'বান্ধবী' মূলত সিরিজ কবিতা। 'পাথর চাপা চিৎকার' কাব্যগ্রন্থটি স্বাধীন গদ্য কবিতা এবং 'চাঁদ হাতে কুরুক্ষেত্র' কাব্যগ্রন্থটি অণু-পরমাণু কবিতা। পাঠকমহল থেকে কবিমহলের অনেকে প্রশংসিত করেছেন কবি ধ্রুব বিকাশকে। তার শিক্ষক থেকে পাঠকেরা বলেছেন প্রতিটি বইয়ের প্রায় কবিতাগুলো মন জয় করার মতো। ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের। সমুদ্র জানালার কবিরা বলেন, ওর ভাবনা চিন্তার সঙ্গে লেখনীর হাত অনেক মজবুত। এই বয়সে এমন ভাবনা আমাদের সকলের মনে বিস্ময়ের পদচারণ ঘটিয়েছে। ও অনেকদূর এগিয়ে যাক। ওর অনেক সফলতা কমনা করি।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৮ মার্চ ২০২৪ ৪ চৈত্র ১৪৩০ সোমবার

উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের ৫ বিধানসভা কেন্দ্রকে ‘এক্সপেন্ডিচার সেনসিটিভ’ বলে চিহ্নিত নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এই প্রথম কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৫টি বিধানসভা কেন্দ্র চৌরঙ্গি, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর-কে এক্সপেন্ডিচার সেনসিটিভ বলে ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের। ফলে টাকার লেনদেনে বাড়তি নজরদারি হবে এই পাঁচ বিধানসভা কেন্দ্রে, রবিবার এমনটাই জানান কলকাতা উত্তর কেন্দ্রের ডিইও শুভাঞ্জন দাস।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর হয়েছে আদর্শ আচরণবিধি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার সমস্ত রাজনৈতিক দলকে কঠোরভাবে আদর্শ আচরণবিধি (এমসিসি) মেনে চলতে বলেছেন। এই আদর্শ আচরণবিধি, নির্বাচনের আগে নেতা এবং দলগুলোর কী করণীয়, তার তালিকা। শনিবার সন্ধ্যা থেকেই আদর্শ আচরণবিধি শুরু হয়ে গিয়েছে। আদর্শ আচরণবিধি জারি হওয়ায় সরকারও কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারবে না। ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে বন্ধ হয়ে যায় প্রচার, যাকে ‘নির্বাচনী নীরবতা’ বলে। নির্বাচন কমিশনের মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট হল, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জারি নির্দেশিকাগুলোর একটি গুচ্ছ। এই বিধিগুলো বক্তৃতা, ভোটের দিন, ভোটকেন্দ্র, পোর্টফোলিও, নির্বাচনী ইস্তেহারের বিষয়বস্তু, মিছিল এবং সাধারণ আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। যার মাধ্যমে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব হয়।

আদর্শ আচরণবিধিতে আরও বলা হয়েছে, মন্ত্রীরা নির্বাচনী কাজ আর সরকারি সফর একসঙ্গে করতে পারবেন না। নির্বাচনের জন্য সরকারি সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন না। ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনী প্রচারে সরকারি পরিবহণ ব্যবহার করতে পারবে না। এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে মাঠের মতো খোলা জায়গায় নির্বাচনী সভা করা, হেলিপ্যাড ব্যবহার করার মতো সুবিধা শাসক দলের মতোই, বিরোধী দলগুলোকেও একই শর্তে দেওয়া হবে। এদিকে কলকাতা উত্তরে এখনও পর্যন্ত ৭ থেকে ৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। সেনসিটিভ বুথ গুলোয় তারা ঘুরছেন। আগামী দিনে সংবেদনশীল বুথগুলো চিহ্নিত হলে, সেখানে আরও টহল বাড়ানো হবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর। এদিকে সোমবার বেলা সাড়ে তিনটের সময় সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন ডিইও।

সন্দেশখালি ঘটনায় প্রশ্নের মুখে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা

গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নিরপরাধীদের, দাবি সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিতে ইস্যুতে ফের প্রশ্নের মুখে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা। দলবল জুটিয়ে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলায় ঘটনায় পুলিশের হাতে যে সাতজন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁরা নিরাপরাধ অন্তত এমনটাই জানা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই-এর তদন্তে।

গত বৃহস্পতিবার বসিরহাট আদালতে আবেদন জানিয়ে রাজ্য পুলিশের হাতে ধৃত সাতজনকে নিজেদের হেপাজতে নেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। সিবিআই সূত্রে খবর, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁরা। খতিয়ে দেখা হয় তাঁদের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন। ঘাটাঘাটি করা হয় পারিপার্শ্বিক তথ্যও। তখনই তদন্তকারীরা বোঝেন এই হামলার ঘটনায় পর্যাপ্ত প্রমাণ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নেই।

অন্যদিকে ধৃতদেরও দাবি, তাঁরা ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্তই নন। শাহজাহান ঘনিষ্ঠ এক পঞ্চায়েত প্রধান তাঁদের থানায় যেতে নাকি নির্দেশ দিয়েছিল। আর যেই মুহূর্তে তাঁরা থানায় পৌঁছয়, পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের বয়ান কতটা সঠিক তা খতিয়ে দেখতে শনিবার রাজ্য পুলিশের হতে ধৃত সুকোমল সর্দার এবং মেহবুব মোল্লার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন সিবিআই আধিকারিকরা। সিবিআই সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। রবিবার রামপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় মণ্ডল নামে আরও এক অভিযুক্তের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন গোয়েন্দারা।

আর এই প্রসঙ্গেই সিবিআইয়ের তরফ থেকে এও জানানো হচ্ছে যে, ধৃতদের বয়ান যদি সত্যি হয়, তাহলে সিবিআই-র আধিকারিকরা মনে করছেন, অপরাধীদের আড়াল করতে শাহজাহান ও তাঁর শাগরেদরা ন্যাজাট থানার আধিকারিক এবং জেলা পুলিশকে প্রভাবিত করেছিল। শুধু তাই নয়, নিরাপরাধ মানুষদের গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। ধৃতদের বয়ানকে হাতিয়ার করে আদালতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন সিবিআই আধিকারিকরা।এর পাশাপাশি সিবিআই সূত্রে খবর, ইডির ওপর হামলার ঘটনায় তাদের স্ক্যানারে রয়েছে শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ আরও বেশ কয়েকজন। ইতিমধ্যে রবিবারেই সাতজনকে নোটিস দিয়ে তলব করা হয় বলেই সিবিআই-এর তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যার পর বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে নোটিস দিয়ে রবিবার সিবিআই দপ্তরে হাজিরার জন্য আসতে বলা হয়। প্রসঙ্গত, ইডির তদন্তকারী দলের উপর হামলার ঘটনার তদন্তে মোট ১৫ জনকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এরপর রবিবার আরও সাতজনকে তলব করা হয়। উল্লেখ্য, গত ৫ই জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে গিয়েছিলেন সিবিআই আধিকারিকরা। সেই সময় দলবল জুটিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিককে মারধরের অভিযোগ ওঠে শাহজাহানের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন মাফুজার মোল্লা ও সিরাজুল মোল্লা নামের দুই ব্যক্তি। শনিবার গ্রেপ্তার হন ধৃত শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগীরও। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সন্দেহ, শাহজাহানকে বিভিন্ন জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে থাকার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন তাঁর ভাই শেখ আলমগীর। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত বৃহস্পতিবার সিবিআই অফিসে হাজিরার কথা ছিল আলমগিরের। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। এরপর শনিবার ফের নোটিস পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। সেই নোটিসে সাড়া দিয়ে যেতেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। শেষে দীর্ঘ ৯ ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদের পর শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগীরকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই।

প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর পরামর্শ কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিচারপতি পদ ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে এসেছেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিজেপিতে যোগও দিয়েছেন। বিজেপিতে যোগদানের পর অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যেমন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে একহাত নিতে গিয়ে তৃণমূলের তাবড় নেতাদের একাংশকে দুষলেও কুণাল সম্পর্কে কিন্তু তাঁর ছিল নরম সুর। পাল্টা তার যথাযথ উত্তরও দেয় ঘাসফুল শিবির। এদিকে আবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও বিজেপির অন্দরের খবর, তমলুক লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হবেন অভিজিৎবাবু। এমনই এক প্রেক্ষিতে এক বিস্ফোরক দাবি করতে শোনা গেল তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে। তাঁকে তাঁর দল ও দলের নেতাই হারিয়ে দেবে বলে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে অনুরোধ করলেন ভোট থেকে সরে দাঁড়ানোর। পাশাপাশি নির্দিষ্ট করে কারও কারও সম্পর্কে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে বার্তাও দিতে দেখা যায় কুণাল ঘোষকে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় কুণাল ঘোষ লেখেন, ‘অভিজিৎবাবু হাতে এখনও সময় আছে। ওদের বলে দিন তমলুকে প্রার্থী হবেন না। কারণ সেখানে তৃণমূল জিতবে। কারণ দু’মাস পর আপনার সম্মান নষ্ট হবে। যে আপনাকে তমলুক নিয়ে যাচ্ছে, সেও আপনাকে হারাবে। তার দলে অন্য বড় নাম সে সহ্য করতে পারে না, বাড়তে দেবে না। এখনও সময় আছে, আপনি নির্বাচনী ময়দান থেকে সরে থাকুন। পরাজয়ের দিনটি দেখা বড় কঠিন। শুভানুধ্যায়ী হিসেবে ভাবতে বললাম।’

প্রসঙ্গত, তমলুক থেকেই তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। সিপিআইএম ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ঘোষণা না হলেও তমলুকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে দেওয়াল লিখন চলছে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে। ইতিমধ্যেই তমলুকে গিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা সেরে এসেছেন অভিজিৎবাবু। তাঁর সঙ্গে আগাগোড়া ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী।

এদিকে বিজেপি এরাজ্যে প্রথম পর্বে ২০ কেন্দ্রে তাঁদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। বাকি কেন্দ্রগুলিতে শীঘ্রই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দেবে গেরুয়া শিবির। তার আগে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি এমন বার্তা দিয়ে কুণাল ঘোষের এমন পোস্ট রাজ্য বঙ্গ রাজনীতিতে শোরগোল ফেলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ওদের কাছে শুধু ইনকামিং আছে, আউটগোয়িং বলে কিছুই নেই: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ওদের কাছে শুধু ইনকামিং আছে। কিন্তু আউট গোয়িং কিছুই নেই। রবিবার এভাবেই ফের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিককে কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। কাঁকিনাড়া নারায়ণপুর সুভাষপুরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচাললিত কাঁকিনাড়া প্রণবানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পার্থ ভৌমিকের অবস্থা খুব খারাপ। পার্থ ভৌমিক তো মানুষের কোনওদিন কাজে লাগেনি। এমনকী তৃণমূলের আপদে-বিপদে পার্থ কোনও কাজে লাগেনি। সাংসদের কটাক্ষ, ওদের কাছে শুধু ইনকামিং আছে। আউট গোয়িং বলে কিছুই নেই। কাঁকিনাড়ার উক্ত সেবা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে তিনি সহযোগিতার আশ্বাসও দিলেন। সাংসদ ছাড়াও

গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূলের অবস্থা খারাপ কিনা জানি না। তবে হাজির ছিলেন মন্নু সাউ, রাজু শ্রীবাস্তব-সহ উক্ত সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্তা-ব্যক্তিরা।

ভোট শেষ-না হওয়া পর্যন্ত ছুটি বাতিল পুলিশে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাতিল হল পুলিশ কর্মীদের ছুটি। শুধু তাই নয়, এই মর্মে ইতিমধ্যেই একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে সমস্ত এডিজি, আইজিপি, ডিআইজি, সিপি, এসপি ও সিওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভীষণ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ভোট প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও পুলিশ কর্মীর ছুটি যেন মঞ্জুর করা না হয়। আর রাজ্যের তরফে এই পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট যে, নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পুলিশ প্রশাসন যে কোনওরকম চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না।

প্রসঙ্গত, শনিবারই লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোট প্রক্রিয়া অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তপূর্ণ করতে কমিশন যে বদ্ধপরিকর সে কথা সাংবাদিক বৈঠকেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভোট প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে করাতে অনেক বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। এছাড়াও থাকবেন একাধিক পর্যবেক্ষক। যাঁরা ভোটের দিনগুলিতে ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করবেন। দেশজুড়ে হতে চলা লোকসভা নির্বাচনে কোথাও হিংসা বা রক্তক্ষয় বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাজীব কুমার। কমিশনের আরও নির্দেশ, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ভোটের দায়িত্বে রাখা যাবে না। এক জায়গায় তিন বছর ধরে কোনও পুলিশ আধিকারিক কাজ করছেন এমন ব্যক্তিদের ট্রান্সফারের যে বিধান কমিশনের নিয়মে রয়েছে তা সমস্ত রাজ্যকে পালন করার কথাও সাফ জানিয়ে দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। একইসঙ্গে, ভোটে যথেচ্ছ টাকার ব্যবহার নিয়েও কড়া মনোভাব দেখিয়েছে কমিশন। ভোটে যে কোনও ভাবেই ‘মানি মাসল’ও ব্যবহার করা যাবে না, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করতে তৎপর কমিশন। পাশাপাশি ভোট ঘোষণার পরেই দেখা গেল পুলিশ কর্মীদের ছুটি বাতিলে বিজ্ঞপ্তি জারি হল।

হাসপাতালে ভর্তি বর্ষীয়ান অভিনেতা পার্থসারথি দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি টলিপাড়ার বর্ষীয়ান অভিনেতা পার্থসারথি দেব। বিগত এক মাস ধরে তিনি দক্ষিণ কলকাতার এম আর বাঙুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ৬৮ বছর বয়সি অভিনেতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। তাঁকে রাখা হয়েছে ভেন্টিলেশনে। বিগত ৩৭ দিন ধরে অভিনেতা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। ‘কাকাবাবু হেরে গেলেন’, ‘লাঠি’, ‘প্রেম আমার’-সহ একাধিক জনপ্রিয় বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন পার্থসারথি। ছোট পর্দার জন্য ‘সত্যজিতের গপ্পো’ সিরিজেও অভিনয় করেছিলেন তিনি। গত বছর ‘বগলা মামা যুগ যুগ জিও’ ও ‘রক্তবীজ’ ছবিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। আপাতত অভিনেতার সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে টলিপাড়া।

কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে শুভেন্দুর দাবি মিথ্যা, অভিযোগ তৃণমূলের

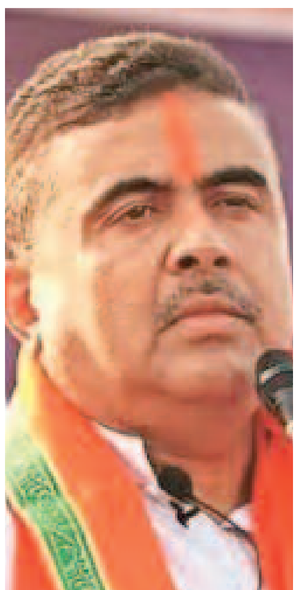

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্র-তৃণমূলের দ্বৈরথ চলছেই। এদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের একটি চিঠিও তুলে ধরে রাজ্যকে অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে কিছু তথ্য প্রমাণ তুলে ধরেন। এবার শুভেন্দুর দেওয়া সেই তথ্য সম্পূর্ণ ‘অসত্য’ বলে দাবি করা হল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের তরফ থেকে। এরই পাশাপাশি রাজ্যের শাসকদলের তরফ থেকে এও দাবি করা হয়, রাজ্যের মানুষের সামনে ‘মিথ্যা প্রচার’ করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিনে একাধিক লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের উদ্দেশে জনসভা করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যেকে সভাতেই তাঁর কেন্দ্রকে আক্রমণের বিষয়বস্তু বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ বন্ধ করা। সেই বিষয়ে জবাব দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের একটি চিঠির প্রতিলিপি তুলে ধরে শুভেন্দু দাবি করেন, গত ২০২১-২২ অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণের অধীনে প্রথম কিস্তিতে ৬৮৭ কোটি টাকা দিয়েছিল কেন্দ্র।

শুভেন্দু অধিকারীর এই দাবির পরেই আক্রমণে নামে তৃণমূল। তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়, ২০২১ সালের আগে প্রথম দফায় যে সব বাড়ি নির্মাণ শেষ হয়নি, তাঁদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই টাকা। অর্থাৎ, নতুন কোনও আবেদনকারী সেই টাকা পাননি। তৃণমূলের দাবি, কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা দুটি ভাগে কার্যকর করা হয়। একটি ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত, যেখানে সেই সময়ে উপলব্ধ অপেক্ষমান তালিকা থেকে সুবিধাভোগী তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। অপরটি ২০২২-২৩ থেকে। যেখানে বাড়িগুলির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ২০১৮-১৯ সালে পরিচালিত একটি নতুন সমীক্ষার ভিত্তিতে। অর্থাৎ শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য অনুযায়ী যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটি প্রথম ধাপের নির্মাণ না হওয়ায় বাড়িগুলির জন্য।

এর আগেও কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ফের তৃণমূলের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে শ্বেতপত্র দাবি করা হয়। এই ইস্যুকে সামনে রেখে এর আগেও তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু আগে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন বিজেপি নেতৃত্বকে। এই চ্যালেঞ্জ তিনি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন ব্রিগেডের সভা থেকেও। গত সপ্তাহে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে নিজের সভার সময় বলে দিয়ে বিজেপি নেতৃত্বকে খোলা মঞ্চে আহ্বান জানান অভিষেক। যদিও সময় ও স্থান জানার পরেও এই সভায় উপস্থিত হয়নি কোনও বিজেপি নেতৃত্ব।

‘দাদাগিরি’ রুখতে শনি-রবি বন্ধ শিয়ালদা-কাইজার স্ট্রিটের অটো পরিষেবা

শুভাশিস বিশ্বাস

শনিবার থেকে বন্ধ কাইজার স্ট্রিট থেকে শিয়ালদা আসার অটো পরিষেবা। ছবিটা বদলায়নি রবিবারেও। চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় নারকেলডাঙা থেকে ফুলবাগান চত্বরের বাসিন্দাদের। কিন্তু হঠাৎ কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন এই রুটে অটো চালকেরা সে ব্যাপারে জানতে গিয়ে সামনে এল বেশ কিছু অজানা তথ্য। তবে একটা ব্যাপার প্রকট যে অটো ব্যবসাতেও স্থানীয় এলাকার বেশ কিছুজনের ‘দাদাগিরি’-র জেরেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন এই রুটের অটো চালকরা। শুধু তাই নয়, এলাকার এই দাদাদের কথা না শুনলে গাড়ি চালকদের ওপর আসে হুমকি। গাড়ি, ভাঙচুরের সঙ্গে শারীরিক হেনস্তাও করা হয় বলে অভিযোগ। তবে এবারের মূল ইস্যু হল এই রুটে হঠাৎ-ই নতুন ২০টি অটো ঢোকানো নিয়ে। কাইজার স্ট্রিট থেকে শিয়ালদা এই রুটে চলে ৯৫টি অটো। সংখ্যা এমনিতেই যথেষ্টই বেশি বলে জানাচ্ছেন রুটের অটোচালকেরা। যার জেরে ব্যস্ত সময়ে ডিআরএম অফিসের সামনে লাইন দিয়ে অটো দাঁড়ানোর ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সমস্যা তৈরি হয়। বিশেষত এই অফিসে ডিআরএম স্বয়ং বা রেলের কোনও উচ্চকর্তা এলে তৈরি হয় আরও সমস্যা। তাঁদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হয়ই। কারণ, অটোচালকরা জানেন, তাঁদের এই স্ট্যান্ড তৈরি হয়েছে রেলের জমির ওপরেই। ফলে সেখানে প্রাধান্য দিতেই হবে রেলকর্তাদের। এবার এই ৯৫টি অটোর সঙ্গে আরও ২০টি অটো যুক্ত হলে তাদের স্থান সঙ্কুলান নিয়েও তৈরি হচ্ছে প্রশ্ন। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে এই রুটের অটোচালকেরা এও দাবি করছেন যে, নতুন এই ২০টি অটোর কোনও ধরনের পারমিট নেই। এ ব্যাপারে নারকেলডাঙা থানার কাছে তাঁদের তরফ থেকে অভিযোগ জানানো হলে সেখান থেকে নাকি জানানো হয়েছে ওই ২০টি অটোকে চালাতে না দেওয়া হলে সমস্যায় পড়তে পারেন বর্তমান অটো চালকেরাই। এই সমস্যায় এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি কোনও রাজনৈতিক দলকেও। বর্তমান শাসকদলের তরফ থেকেও কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি। এখানেই তাঁদের ক্ষোভ জমছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরেও। সঙ্গে তাঁরা এও জানিয়েছেন, সিটু ইউনিয়ন থাকাকালীন এই রুটে সমস্যা ছিল না। কিন্তু সিটু ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর থেকে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান হয়নি আজও।

এরই পাশাপাশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে নব্য প্রজন্ম। তাঁদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আর গা-জোয়ারি মেনে নিতে হচ্ছে এই সব অটো চালকদের। এই সব ‘দাদাগিরি’-র পিছনে উঠে আসছে রাজাবাজারের মমতাজ-এর নাম। তাঁরই প্রশ্রয়ে নাকি হচ্ছে এসব ঘটনা। এই প্রসঙ্গে জানা যায়, এই রুটের ওপর ভরসা করে দিন গুজরান হয় কমপক্ষে দু’শো অটো চালকের পরিবারের। এক-একটি অটো পিছনে রয়েছেন দু’জন অটো চালক। এক-এক বেলায় এক একজনের দায়িত্বে থাকে এই অটো চালানোর ভার। এছাড়াও এই অটোর রুটের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও বহু মানুষের পরোক্ষে রুজি-রোজগারও। আর সেখানেই থাবা বসাচ্ছে এলাকার স্থানীয় কিছু যুবক। এই অন্যায়কে আর বরদাস্ত করতে রাজি নন তাঁরা।

ইন্টারলকিংয়ের কাজের জেরে শিয়ালদা মেন লাইনে নাকাল পরীক্ষার্থী থেকে আমজনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদা: ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য শনিবারে বাতিল করা হয়েছিল একাধিক লোকাল। একই ছবি ধরা পড়ল রবিবারেও পূর্ব রেলের শিয়ালদার মেন শাখায়। দমদমে ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য বাতিল শতাধিক লোকাল। তাতেই রবিবার ছুটির দিনেও শিয়ালদা মেইন লাইন ও শিয়ালদা- বনগাঁ শাখায় যাত্রী দুর্ভোগ চরমে ওঠে। ছুটির দিনে অফিস যাত্রীদের চাপ কম সে কথা ঠিকই কিন্তু অন্যান্য নানা ধরনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ তো আর আটকে থাকতে পারে না। ফলে নানা প্রয়োজনে বাইরে বেরিয়েছেন বহু মানুষ। এখানে একটা কথা বলতেই হয়, শিয়ালদা স্টেশনের পাশেই রয়েছে এনআরএস, মেডিক্যাল কলেজের মতো হাসপাতাল। রয়েছে কোলে মার্কেট, কিছু দূরেই কলেজ স্ট্রিট, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, বউ বাজার। তাই শিয়ালদা স্টেশন সংলগ্ন এলাকাতেই রোজ আসেন হাজার হাজার মানুষ। অন্যদিকে এদিনই ছিল এক সরকারি পরীক্ষাও। ফলে সকাল থেকেই নানা স্টেশনে ছিল পরীক্ষার্থীর এক বড় ভিড়। কিন্তু, ট্রেন ধরতে এসে বিপাকে সকলেই। অনেকে আবার বলছেন তাঁরা জানতেনই না ট্রেন বাতিল আছে। কিন্তু, ট্রেন না পেয়ে কেউ এক ঘণ্টা, কেউ আবার আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছে বাধ্য হন। কারণ, ট্রেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণে সময় সূচির তোয়াক্কা না করে চললে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছনো সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবে যাঁদের উপায় ছিল তাঁরা এদিন বেছে নিয়েছিলেন মেট্রোকেই। ট্রেনের সমস্যার কারণে অনেকেই সঠিক সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারেননি। ফলে তাঁদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, দমদম স্টেশনে ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য শিয়ালদা মেইন শাখায় বাতিল ১৪৩টি লোকাল ট্রেন। বাতিল রয়েছে ৩টি দূরপাল্লার ট্রেন। বেশ কিছু ট্রেন ঘুরপথে চলছে। এদিকে পূর্ব রেল সূত্রে খবর, এই সমস্যা কিছুটা থাকবে সোমবারও। তবে দুপুর বা বিকেলের সম্পূর্ণ ভাবেই স্বাভাবিক হবে শিয়ালদা মেন লাইনে পরিষেবা। তবে এই কাজ হয়ে গেলে সুখবর রয়েছে যাত্রীদের জন্য। কারণ নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজ সমাপ্ত হলে শিয়ালদা শাখায় একলপ্তে অনেকটাই বেড়ে যাবে ট্রেনের সংখ্যা। পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ‘ট্রেন বাড়ার সম্ভাবনা তো হয়েই গেল। এবার ৩৪৪টা ট্রেন চালাতে পারব, সেই ক্যাপাসিটি করা থাকল। ফলে ট্রেন সংখ্যা এবার চাহিদা অনুযায়ী যে কোনওদিন বাড়ানো সম্ভব হবে। যেখানে ২৯৬ ছিল, এবার সেই সংখ্যাটা বাড়ানো যাবে অনেকটাই।

সম্পাদকীয়

দিনের শেষে প্রত্যেক অভিভাবকই চান পড়াশোনা যেন স্কুলে ঠিকভাবে হয়

রাজ্য সরকার সম্প্রতি ৩০ জনের কম পড়ুয়া সম্বলিত স্কুলগুলো বন্ধ করার কথা ভাবছে, সংখ্যাটা আট হাজারের উপরে। প্রশ্ন করা দরকার, যেখানে জনসংখ্যা বাড়ছে, সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যায় কী ভাবে? সর্বশিক্ষা অভিযানের মতো কর্মসূচি চলছে, অথচ একটা রাজ্যে এই ভাবে হাজার হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়াটা কি উন্নয়নের নিম্নমুখিতাই নির্দেশ করে না? সমীক্ষা রিপোর্টগুলো থেকে জানা যাচ্ছে, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব, দীর্ঘ দিন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া, নিয়মিত ক্লাস না হওয়া; এই সব কারণেই আজ সবাই সরকারি স্কুলবিমুখ। আর যতই জামা-কাপড়, মোবাইল, সাইকেল, চাল-আলু দেওয়া হোক না কেন, দিনের শেষে প্রত্যেক অভিভাবকই চান তাঁর সন্তান যেন পড়াশোনাটা ভাল ভাবে করে, স্কুলে পঠনপাঠনটা যেন সুষ্ঠু ভাবে হয়। না-হলে তাঁরাই বা কেন সন্তানকে সরকারি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে ভর্তি করবেন বেসরকারি স্কুলে? সরকারও চায় সবাই বেসরকারি স্কুলে চলে যাক, কাঁধ থেকে দায়িত্বের বোঝা নামুক। শিক্ষার ঝাঁপ বন্ধ করে মেলা-খেলা, দান-খয়রাতিতে খরচ করতে চায় সরকার। স্কুল বন্ধ করলে সরকারেরই লাভ। কিন্তু কর্মসংস্থানের কী হবে? দেড়-দুই লাখ টাকা খরচ করে বিএড করে বেসরকারি স্কুলে মাসিক সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতনে কী ভাবে পরিবারের দায়িত্ব সামলানো যাবে? বেসরকারি স্কুলই কি কল্যাণকামী রাষ্ট্রের শিক্ষাক্ষেত্রে একমাত্র ভরসার স্থল হয়ে উঠবে? উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পেলে এর পরে তো আর কেউ শিক্ষকতার পেশায় আসতেই চাইবে না। বিশেষত যারা মেধাবী, তারা আর এই পেশাকে বেছে নেবে না। কী করে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকবে তখন এ সমাজে? আশ্চর্য উদাসীন নাগরিক সমাজ।

আনন্দকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — নরেন্দ্র! তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু দেখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে। কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

নরেন্দ্র — আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — না রে অত দূর নয়। (সকলের হাস্য) ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে; মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন; তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। (সকলের হাস্য) যদি বল বাঘ তো নারায়ণ, তবে কেন পালাব।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

শশী কাপুর

১৯১৯ বিশিষ্ট বাম রাজনীতিবিদ ইন্দ্রজিৎ গুপ্তর জন্মদিন।
১৯৩৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শশী কাপুরের জন্মদিন।
১৯৪৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা নবীন নিশ্চলের জন্মদিন।

এতদিনে বুঝি কুলি-শহরের নাম ঘুচলো

অলোক কুমার কুন্ডু

ফেসবুকের মহিলা-পুরুষ বন্ধু থেকে মহিলা-পুরুষ ব্লগারে ভর্তি হাওড়া ময়দান মেট্রোর বাইরে। অন্য জায়গা থেকেও এসেছে ব্লগাররা। সকাল থেকে হাওড়া ময়দানে থিকথিকে ভিড় গত ১৫.০৩.২৪-এ। এত ভিড়ভাট্টা যে কে আগে ঢুকবে সেই নিয়ে একপ্রস্থ হৈচৈ হলো। গেট থেকে লাইন ঘুরে শরৎ সদনের মূল গেট পর্যন্ত চলে গেছে। পুলিশ ভালোভাবেই সেইসব ট্যাকেল করেছেন। গতকাল রাত থেকে লাইন পড়েছিল দুজনের। সেদিন ১৫.৩.২৪ ভোর চারটে থেকে লোক দাঁড়াতে শুরু করলো। এমনকি অফিসযাত্রী পর্যন্ত ভোর চারটেতে লাইন দিয়েছেন। হাওড়া ময়দানে বহু নীচে স্টেশন। অনেকটা নামতে হয়। এসক্যালেটর ছাড়াও লিফটের ব্যবস্থাও আছে। প্রথম দিনে অনেক কিছু চালু হলেও, তাকে মানিয়ে নিতে অনেকে পারেননি বলে অযথা হৈচৈ হয়েছে। কিন্তু মেট্রোর স্টাফ ও সিকিউরিটি সকলেই এগিয়ে এসেছেন সহযোগিতায়। হাওড়াবাসী হিসেবে তাদের সকলকে অভিনন্দন জানানো উচিত। হাওড়া ময়দান স্টেশনে, মেট্রো কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের জন্য প্রস্তুতি নিলেও অন্যান্য প্রান্তিক স্টেশনের মতো তো নয়, এখানে যাত্রী প্রচুর। প্রথমে ৬.৩০ টায় বাইরের গেট খুললো। একেবারে সাজো সাজো রব যাকে বলে। টিকিট দিতে আরো একটু দেরি। ভিড়ে ঠাসাঠাসি লাইন। ৬.৩৫ থেকে টিকিট দেওয়া শুরু হলো। প্রথম দিনে তিনটে কাউন্টার খুলেছে বটে, কিন্তু ভিড়ে ভিড়। ধস্তাধস্তি শুরু হলো, মনে পড়ে গেল আগেকার দিনের রিয়ারস্টলে সিনেমা দেখার লাইনের মতো। বয়স্ক মহিলাদেরও মনে হলো, তাদের নব যৌবন ফিরে এসেছিল। হবেই তো কত কষ্ট করেছেন হাওড়াবাসী। অথচ মরুভূমির মতো রায়বেরিলি থেকে ধূ ধূ চন্ডিগড় হয়ে গেছে ঝাঁ চকচকে অল্প দিনের মধ্যেই। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, বৃটিশরা যে শহরের পাশে ছাউনি ফেলেছিল, যে শহর ১০০ বছর ধরে মেশিনারি শিল্পের পিঠস্থান। তার উন্নতিতে সকলে বলেছে এটা তো কুলি-শহর। এই হাওড়াকে কতখানি অবহেলা করেছে ৭৫ বছর, সেটা সারা ভারতবর্ষ না ঘুরলে বোঝা যায় না।

অথচ অতুল্য ঘোষের শ্বশুরবাড়ি ছিল এই হাওড়াতে, কলকাতার বুকে ১৯৬৫ সালে গড়েরমাঠে প্রথম মেলা, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের সেক্রেটারি হাওড়ার মানুষ ছিলেন। তবু হাওড়া এতদিন ছিল কুলি টাউন। মেট্রোর অনুমোদন এতদিন পরে কেন হলো, মাঝে কাজ বন্ধ হয়েও অবশেষে ১৩-৩-২৪ মেট্রো উদ্বোধনের কয়েকদিন পর চললো সকাল ৭ টায়।

কবিতায় স্তনের উপমা টেনে ছিলেন বলে, একটি কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। হাওড়ার শিক্ষা জগতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব, বিজয় ভট্টাচার্য মশায় ভুল করেননি, কবি জীবনানন্দ দাশকে ১১০/- টাকা বেতনে, বাংলার অধ্যাপক করে নিলেন হাওড়ার মেয়েদের কলেজে, হাওড়া গার্লস কলেজ। ভারতের আন্তর্জাতিক কবির, এখানে চাকরি করতে করতেই, মৃত্যু হয়েছিল, সেটা হাওড়াবাসীর দুর্ভাগ্য।

কবি বিষ্ণু দে, ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি এখানে জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু তিনজনেই কলকাতায় মানুষ হয়েছিলেন, এনারা হাওড়ায় পড়াশোনাও করেননি। বিষ্ণু দে হয়তো কিছু দিন গ্রামে ছিলেন কিন্তু দুই বন্ধু সুনীতিবাবু এবং শিশির ভাদুড়ি হাওড়ায় কখনও বাল্যকাল কাটাননি। তবুও তো এনারা হাওড়ার মানুষ। ডঃ নিমাইসাধন বসু, ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু কত আনন্দই না পেতেন বেঁচে থাকলে। মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের কাঁধে হাত রেখে যে হেডমাস্টার মশাই রামরাজা স্টেশনে বেড়িয়ে আসতেন বিকেলে, সেই সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্যবাবুও বহুকাল নেই। শল্পী রবীন মন্ডল এই হাওড়ার আন্তর্জাতিক শিল্পী শুধু ছিলেন না, ক্যালকাটা পেন্টার্সের প্রতিষ্ঠাতা। পরে অবশ্য হাওড়ার শরৎ সদনের ফ্রেসকোর বিজন চৌধুরী এবং প্রকাশ কর্মকার হাওড়ায় বাড়ি করেছিলেন। প্রকাশ কর্মকার তো আবার হাওড়ার অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতির কাছে দীর্ঘদিন প্রদীপ পালের কাছে ছিলেন। শিল্পী নিখিলেশ দাশ, নিত্যানন্দ ভকত, অনিতা রায়চৌধুরী হাওড়ায় থেকেছেন। এইসব মানুষরা হাওড়া ময়দান মেট্রো আসবে বলে অনেকে কখনও ভাবতেও পারেননি। তবু মেট্রোর প্রয়োজন ছিল শতগুণ বেশি। এ যেন ঘরের মেট্রো, কষ্টার্জিত মেট্রো। সাহিত্যিক শংকর হাওড়ায় জন্মাননি। কিন্তু হাওড়াকে তাঁর প্রতিটি ফিচারে যেভাবে সম্মান দিয়েছেন, যেভাবে কোনো না কোনো বইয়ে হাওড়ার অলিগলির কথা থেকে দোকানের নাম লিখে গেছেন, শুধুমাত্র সেই কারণে শংকরকে হাওড়াবাসীর শ্রদ্ধা করা উচিত। এমনকি বিদেশ নিয়েও যখন লিখেছেন, তখনও হাওড়ার কথা ভোলেননি। হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের ইংরেজি শিক্ষকের তৈরি করা চিঠিতে স্বাক্ষর করে দিল্লি পাঠাতেন অতুল্য ঘোষ। হাওড়া অক্ষয় শিক্ষায়তনের আর এক প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক, অতুল্য ঘোষের উপদেষ্টা শুধুমাত্র নন, তাঁর বিয়ের ঘটকালি যিনি করেছিলেন সেই দুর্দোন্ডপ্রতাপ প্রদেশ কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারি, বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সময়েও হাওড়া কিছু পায়নি, যদিও বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্গুলি হেলনে পশ্চিমবঙ্গের অনেকটাই চলতো।

সে যাইহোক হাওড়া তার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তীর যেমন জন্ম দিয়েছে, তেমনি আরও অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারে ভরিয়ে

দিয়েছে জেলা, সেইসব নিয়ে লিখেছেন শংকর। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের সতীর্থ প্রেসিডেন্সিতে। শঙ্করীপ্রসাদ বসু ছিলেন ইউনিভার্সিটির প্রথম। ১৯৫০-এর ম্যাট্রিকে প্রথম দেবী খাঁ। এইসব হাওড়ার মুকুটের অনেক পালকের কয়েকটি। রসিক ব্যক্তিত্ব শংকর সম্পাদিত একটি লিটিল ম্যাগাজিনের ঠিকানা ছিল 'হাওড়া ময়দান' সেই কথা তো শংকর নিজেই বলেছেন। এই হাওড়ার বুকে তিনবন্ধু ব্যবসায়ী ছিলেন, যাদের একজন হলেন আলামোহন দাস, মিষ্টি ব্যবসায়ী দুলালচন্দ্র ঘোষ, আর তৃতীয় বন্ধুর ছিল সাইকেলের ব্যবসা— কুমার এন্ড কোম্পানী। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং দুই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

বিদ্যাসাগর-সেতু, হয়েছিল বলে আজ হাওড়ার গ্রামগঞ্জ থেকে শহরের হাওয়া সেখানকার মানুষ নিতে পেরেছেন। হাওড়াকে যে রেললাইন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তা দক্ষিণ-পূর্ব রেল। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর, হাওড়ার সাঁতরাগাছি কদিন পরেই তার আন্তর্জাতিক হওয়ার খাতা খুলবে। তার আগেই মেট্রো চালু হয়ে গেল। আমার সঙ্গেই মেট্রোতে চড়লেন হাওড়ার খালনা গ্রামের আমার পরিচিত শিক্ষকমশাই, সনৎ মন্ডলবাবু, হাওড়া ময়দান থেকে। প্রথম যাত্রীদের মেট্রো আজ, সকলকে গোলাপ দিয়েছিল। হাওড়া ময়দান অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে আজ। হাওড়া পুলিশের কাছে হাওড়াবাসীর অনুরোধ জায়গাটা পরিস্কার রাখায় তাঁরা তদারকি করুন। দয়াকরে আর হকার বসাবেন না।

তবে হাওড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র এখন মাড়োয়ারি, বিহারী ও গুজরাটি ব্যবসায়ীদের দখলে। বিশেষ করে কালোয়ার সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করে অনেকটা অংশে। এটা কোনও সাম্প্রদায়িক কথা না। নতুন অবাঙালিরা বেশিরভাগ দুচার বছর এলেও, বিভিন্ন প্রদেশের লোকরা দীর্ঘদিন হাওড়ার বাসিন্দা হয়ে হাওড়ার উন্নয়নে কাজেও লেগেছেন। যে বিহারী শ্রমিকটি আজ মাটির নীচে কাজ করে স্টেশন দাঁড় করালো সে কোথায় যাবে? সকলকে নিয়েই হাওড়া। এটাই হাওড়ার মান মর্যাদা। হাওড়া সমগ্র প্রদেশের মানুষের শহর। মধ্য হাওড়ায় আগামী দুবছরের মধ্যে বাকি ২০ শতাংশ বাড়ি ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। মধ্য হাওড়া ও দক্ষিণ হাওড়ার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে এমনিতেই এসপ্লানেড যেতে সময় লাগতো জ্যাম কাটিয়ে আধঘন্টার ওপর। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি মধ্য হাওড়ায় বলেছিলেন, 'আমতা রেল লাইন চালু না হলে জান দিয়ে দেবো।' সেই হাততালি, ১৯৭২ সালের। বহুবছর বাদে হাওড়ার সিপিএম, প্রিয়রঞ্জনের বিরেদ্ধে বড় বড় তালা এঁকেছিলেন দেওয়ালময়। প্রিয়রঞ্জন হাওড়ায় থেকেছেন, প্রণব মুখার্জী তো অবশ্যই থেকেছেন। তাঁর বোনেদের বিয়ে হয়েছে এ শহরে। হাওড়ার মহম্মদ ইলিয়াস ছিলেন ট্রেড ইউনিয়নের অবিস্মরণীয় নেতা। সিপিএমের সমর মুখার্জী, কংগ্রেসের বঙ্কিম কর, ছাড়াও সিপিএমের একাধিক পলিটব্যুরো নেতার জন্ম হাওড়ায়, ফরোয়ার্ড ব্লকের নিতাই মন্ডল, কানাইলাল ভট্টাচার্য, কত আর নাম করবো, কৃষক আন্দোলনে হাওড়ার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। অধ্যাপক হরিপদ ভারতীর মতো অত বড় বাগ্মী নেতাও হাওড়ায় থাকতেন। হাওড়ায় বক্তৃতা করতে এসে অটলবিহারী বাজপেয়ি, কল্পনা সিনেমায় ঢুকে সিনেমা দেখেছিলেন। শৈলেন মান্না, অশোক চ্যাটার্জী, বদ্রু ব্যানার্জী থেকে সনৎ সিংহ কালীপদ পাঠক, নারায়ণ দেবনাথ পর্যন্ত হাওড়ার গর্ব। কে আর মনে রেখেছেন রাখাল দাস নাহা খুন হয়েছিলেন। প্রথম শিক্ষক দিবসে যে সাত শিক্ষক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন তাদের একজন হাওড়ার।

সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের আমলে হাওড়া শহরের একটুকরো ফুসফুস আবিষ্কৃত হলেও, সেই ডুমুরজলার উন্নয়ন তেমনভাবে কখনও হয়নি। বরং জি-বাংলার জন্য ডুমুরজলা বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। খেলোয়াড় অমিয় ব্যানার্জীর দাদা, জয়ন্ত ব্যানার্জী ছিলেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সেই সুবাদে সিদ্ধার্থ শংকর রায় ডুমুরজলাকে ঘেঁষটেস ফেলে একটা মাঠ করে দিয়েছিলেন, মোহনবাগানের স্টপার অমিয় ব্যানার্জীর অনুরোধে। যাতে স্থানীয়রা খেলতে পারে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অবশ্যই তৃণমূলের রাজত্বকালে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে বটে খেলাধুলার উন্নয়ন কোথায়?

গান্ধীজি যে ভিড় বাঁচাতে রামরাজাতলায় ট্রেন থামিয়ে গাড়ি ধরে হাওড়া স্টেশন বয়কট করতেন, তা তো হাওড়ার কেউ কখনও শোনেননি আজ পর্যন্ত। একমাত্র স্টেটসম্যান ও আনন্দবাজারে তোলা রয়েছে। খুরুট রোড যে ঘোড়ার খুরের শব্দের জন্য খুরুট হয়েছে, সেইসব ঠিক মতো কিতাবে উল্লেখ হয়নি কখনও। হাওড়া আসলে জলজঙ্গল ছিল। হাওড়া শহরের অধিবাসী বলতে সবাই প্রায় বাইরের। ১৯৬৫/৬৬ সালে কলকাতার সঙ্গে হাওড়াতে ধাঙড় স্ট্রাইকে, আর সি পি আইয়ের অনাদি দাস ও সিপিআইএর মহম্মদ ইলিয়াসকে ১৯৬৭ তে জনগণের মণি করে হাওড়ার লোকের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় প্রলেপ দিতে অবশ্য কংগ্রেস নেতারা খাটা পায়খানা থেকে পায়খানা বয়ে এনে গাড়িতে তুলেছিলেন তিনদিন, কিন্তু সেই একই সময়ে বামপন্থীরা মজুরি ও ধাঙড়দের বাসস্থান আদায় নিয়ে আন্দোলনে নেমে হাওড়ায় তুলেছিলেন।

হাওড়ার সাইকেল চালানো বিধায়ক অনাদি দাস হাঁটু পর্যন্ত ধুতি আর জুটমিলের সামনে, কোনো দোকানে বসা এম.পি, মহম্মদ ইলিয়াসকে হাওড়ার মানুষরা যত ভালোবাসা দিয়েছে, সেই তুলনায় ওই দুই নেতার মৃত্যুর সময় তাদের খাবার দাবারের সংস্থান ছিল না। হাওড়ার গ্রাম যেমন চিরকাল বামপন্থী, তেমনি শহর ছিল কংগ্রেসি। ফের কয়েক বছরের মধ্যে হাওড়া শহরের নাম হয়ে যায় বলদ নগর। সদর্পে ফিরে এসেছিল পুরাতন কংগ্রেস। দ্বিজেন মিত্র তখন হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের ইংরেজি শিক্ষক ও এম.এল.এ। কলকাতার বাসে উঠলে হাওড়ার লোকজন তখন টিটকারী শুনতেন -ক্ষ্মএরা বলদ নগরের ।ক্ষ্ম হাওড়া সভ্যতা বলতে ছিল হাওড়া জেলা স্কুল আর কলভিন কোর্ট বৃটিশদের তৈরি চার্চ রোড। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের যৌবনের শহর এইসব। অবশেষে বামফ্রন্টের কালচারাল ফ্রন্ট ঠিক করলো জেলায় জেলায় হল তৈরি হবে। জায়গার অভাবে হাওড়া ময়দানকে নিয়ে টানাটানি শুরু হলো। যা ছিল ঘাসহীন একটা ধুলোওঠা মলিন মাঠ, যেখানে বিকাল থেকে খেলার চেয়ে আখওলা, খৈনিওলা, আইসক্রিম ওলা, চা-ওলা, ঝালমুড়ি ও চটপটিওলাদের এবং স্থানীয় প্রবাসী শ্রমিক বিহারীদের গোল হয়ে বসে বিকালে একপ্রস্থ আড্ডার জায়গা ছিল। তার কিছুটা জায়গায় ছেলেরা কষ্টকর ভাবে ফুটবল খেললেও খেলার মতো জায়গা ছিল না, সেই তাকেই বামজমানায়, ১৯৯০ থেকে শরৎ সদন তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হতেই পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের প্রত্যক্ষ বাধায় — গ্রিনবেঞ্চ সৃষ্টি হলো। অথচ হাওড়াবাসী জানতো, হাওড়া ময়দান কোনোকালেই সবুজ থাকতে পারেনি। একটা গাছপালাও ছিল না। অবশেষে সেখানে শরৎ সদন ছাড়পত্র পেল, ১৯৯৬ সালে। হাওড়ার ফুসফুসের এই স্থানে হাই কোর্টের নির্দেশে জলাশয়, গাছগাছালি হলো, সুন্দর একটি হল উদ্বোধন করলেন জ্যোতিবাবু স্বয়ং। তবু হাওড়ার যোগাযোগ ব্যবস্থার তেমন কোনও সুখ্যাতি ছিলনা। কিন্তু হাওড়া থেকে সারা দেশের লোক বহুকিছু পেয়েছেন, একটা সময়। তবু হাওড়ার একপাশে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠলো বিদ্যাসাগর সেতুর দয়ায়, তাও একটি অঞ্চলে। সর্ব প্রথম হাওড়াকে আন্তর্জাতিক করে গিয়েছিলেন, স্বামীজি। সর্বপ্রথম হাওড়াকে চিনতে শিখিয়েছিলেন — শরৎচন্দ্র। আর সাহিত্য সম্রাট হাওড়ায় চাকরি করেছিলেন বলে হাওড়া এই তিন মণীষীদের জন্য ধন্য হয়ে থাকবে চিরকাল। এতদিন তিনটি কারণে অবাঙালিরা হাওড়াকে চিনতেন, তা হলো বেলুড়মঠ, হাওড়া ব্রিজ আর বি.গার্ডেন। হাওড়া স্টেশন থেকে বঙ্কিম সেতুতে ওঠার মুখটা এখন যেখানটা জন-প্রস্রাবে রোজ ভেসে যায় সেই রেলের লাল দেওয়ালে শিশির ভাদুড়ির নাটক থেকে অশোক কুমারের হাওড়া ব্রিজ সিনেমার বড় বড় পোস্টার সাঁটানো থাকতো পরবর্তীতে মুগলে আজমের পোস্টার অনেকেই দেখে থাকবেন। ৩০/৪০ বছর আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্যাচমেন্ট এরিয়া ছিল হাওড়ার বেলিলিয়াস রোড। বৃটিশরা চিনেছিল হাওড়াকে। লিলুয়া-বেলুড়ে রেলের রেক রাখার ব্যবস্থা থেকে মধ্য হাওড়া পর্যন্ত লোহালক্কড়ের কারবার। সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরায় তুলসী চক্রবর্তীর সেই সোনালী দৃশ্য মনে আছে সকলের, সেটা ছিল বার্ণ কোম্পানির লোহালক্কড়ের পাহাড়। এমনকি এখনও আমেরিকায় পুরাতন ম্যানহোলে মেড ইন ইন্ডিয়া, বেলিলিয়াস রোডের ঠিকানা পাওয়া যায়। ক্যালকাটা পেন্টার্সের ভারত বিখ্যাত পেন্টার রবীন মন্ডল আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হাওড়ার ডালমিয়া পার্কে ঘাসে শুয়ে গল্প করছেন, যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। তবু শিল্প শহর হাওড়া এখনও আছে, সেই সেফিল্ড আর নেই। সরে গেছে পাঞ্জাব ও কোয়েম্বাট্যুরে। হাওড়ার আমতার ঘরে ঘরে লেদ শিল্পীদের দেখা মিলতো তখন। অনেক কেঁদেকেটে হাওড়ার আমতায় বড় রেল হয়েছে। যাক শত মন্দের হলেও শতভাগ ভালো যে, আমাদের শেষ সময় এসে, তবু এমন এক আশ্চর্য ট্যানেল নিয়ে হাওড়া ময়দান মেট্রো উদ্বোধন হলো যা ভারত বিখ্যাত। শোনা যাচ্ছে অজস্র মানুষ দেখতে আসবেন। হাওড়ার মুখে ফুল-চন্দন পড়লো যখন, তখন ভারতের সড়ক কংগ্রেসের বয়স দাঁড়িয়েছে ৯১ বছর। আর ন-বছর পরেই তার শতবার্ষিকী।

ভাবা যায়না, এসপ্লানেড যেতে সময় লাগলো ১০ মিনিট। এসপ্লানেডে আজ এসক্যালেটর ছাড়াও লিফটেও চড়ে এলাম। কাউন্টার ছাড়াও ভেন্ডিং মেসিন থেকে কার্ড ও টিকিট খুব সহজে কাটা যায়। আবার ফিরে এলাম খালনার অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক সনৎবাবুকে নিয়ে হাওড়া ময়দানে। তবে হাওড়া স্টেশনে মুষ্টিমেয় মানুষ উঠেছিল, ঠিক মতো না জানায়। জয় হাওড়া ময়দান মেট্রোর জয়।

লেখক: প্রাক্তন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কলঙ্কিত সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড! মৃতদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম একটি ক্ষতস্বরূপ বর্ধমানের সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড! মৃতদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের।

সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড ছিল বর্ধমানে ঘটে যাওয়া একটি অন্যতম রাজনৈতিক দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা। বিরোধী দলকে মদ, মাংস, মহিলা সাপ্লাইয়ের অভিযোগে ১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ সাঁই পরিবারের ৩ ভাই ও তাঁদের গৃহশিক্ষককে এলাকাবাসীর হাতে নিগৃহীত হয়ে গণপিটুনির শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ করা হয়। বর্ধমানের সাঁইবাড়িতে বৃদ্ধা মায়ের সামনেই কুপিয়ে খুন করা হয় দুই ছেলে মলয় সাঁই ও প্রণব সাঁইকে।

উল্লেখ্য, বর্ধমানের সেই সময় কংগ্রেসের দুর্গ টিকিয়ে রেখেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিল সাঁই পরিবার। সাঁইরা ছিল বর্ধমানের বড় জোতদার এবং পুরনো কংগ্রেসি। সেই সময় বর্ধমানে যখন সিপিএম প্রায় একাধিপত্য স্থাপন করে ফেলতে চাইছে, তখন সাঁইবাড়ি একরকম শেষ কংগ্রেসি দুর্গ ছিল বলা যায়। সাঁইরা ছিল সাত বোন, পাঁচ ভাই- প্রণব, মলয়, নবকুমার, উদয় এবং বিজয়। অভিযোগ, বর্ধমানের আলমগঞ্জে কংগ্রেসের সক্রিয় সমর্থক ইন্দ্রভূষণ গড়িয়াকে সিপিএম সমর্থকরা বোমা মেরে খুন করেন। সেই হত্যামামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল সাঁই পরিবার। আর তারপরেই ঘটে যায় দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা।

আজও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের কাছে এটি বিব্রতকর ঘটনা বলেই দাবি করা হয়। ঘটনার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি শোকাহতদের স্বান্তনা জানাতে বর্ধমানে ছুটে আসেন। এই ঘটনার পর থেকে সাঁই-ভাইদের মা মৃগনয়না দেবী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, যা থেকে মৃত্যুর আগেও তিনি সেড়ে উঠতে পারেননি বলে দাবি। সাঁই-ভাইদের মৃত্যুর একদশক পর তাঁদের মা পরলোক গমন করেন। যেসব কমিউনিস্টরা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়, জড়িতদের কাউকেই আইনের আওতায় যায়নি বলেই দাবি।

উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ বর্ধমান শহরের প্রতাপেশ্বর শিবতলা লেনে খুন হন দুই ভাই মলয় সাঁই ও প্রণব সাঁই। তাঁদের সঙ্গে নিহত হন সেই সময়ের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছাত্র জিতেন রায়। ওই বাড়িতে পড়াতে যেতেন তিনি। মামলায় নাম জড়ায় প্রয়াত নিরুপম সেন, বিনয় কোঙার-সহ সিপিএমের বহু নেতা-কর্মীর। কংগ্রেসের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই তারাপদ মুখোপাধ্যায় কমিশন গড়ে তদন্ত শুরু করেন। পাঁচ বছর পরে, ১৯৭৭ সালে সিপিএম ক্ষমতায় এসে ওই কমিশন বন্ধ করে দেয়। সাঁই পরিবারের অভিযোগ, মুখোপাধ্যায় কমিশন তদন্ত-রিপোর্ট দিলেও বিচার মেলেনি। আবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অরুণাভ বসুকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিশন গঠন করেন।

প্রতি বছরই অভিশপ্ত ১৭ মার্চে সাঁইবাড়িতে মৃতদের স্মরণ করা হয়। আগে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্মরণ অনুষ্ঠান করা হলেও, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই অনুষ্ঠান করে আসছে তৃণমূলও। রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের সাঁইবাড়িতে মৃতদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শর্মিলা সরকার, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ আরও অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। মৃতদের বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদনের শেষে সাঁইবাড়ি ঘুরে দেখেন উপস্থিত সকলে।

বাঁকুড়ায় অর্ধেক মহিলা ভোটার, প্রার্থীর দৌড়ে পিছিয়ে নারীরা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলায় মহিলা ও পুরুষ ভোটারের সংখ্যা প্রায় সমান। জেলার মোট ভোটারের ৪৯.৪২ শতাংশই মহিলা। তা সত্ত্বেও জেলার দু'টি লোকসভা আসনের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মহিলারা উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছেন বলে দাবি। এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলি যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে, তাতে ৬ জনের মধ্যে মাত্র একজন মহিলা।

রাজনৈতিক মহলের দাবি, একমাত্র বিষ্ণুপুর আসনে শাসকদল তৃণমূল সুজাতা মণ্ডলকে প্রার্থী করেছে। তবে এক্ষেত্রে মহিলা বিবেচনা করে নয়, বরং বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের প্রাক্তন স্ত্রী হওয়ায় গেরুয়া শিবিরকে পরাস্ত করতেই সুজাতাদেবীকে বেছে নেওয়া হয়েছে। গত ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে কার্যত সৌমিত্রবাবুর সেনানেত্রী ছিলেন সুজাতাদেবী। বিবাহ বিচ্ছেদের পর সুজাতাদেবী কট্টর সৌমিত্র বিরোধী হয়ে ওঠেন। তাই সুজাতাদেবী এবার প্রাক্তন স্বামীর বিপক্ষে প্রার্থী।

বাঁকুড়া জেলায় মোট ভোটার ৩০০৯৬৪০ জন। এই ভোটারের মধ্যে পুরুষ ১৫২১৯৬৭ ও মহিলা ১৪৮৭৬৭১ জন। ফলে জেলার মোট ভোটারের ৪৯.৪২ শতাংশই মহিলা। একই ভাবে বিষ্ণুপুর আসনে মোট ভোটার রয়েছে ১৫০৩২১৯ জন। এই কেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৬২২৯৯ ও ৭৪০৯১৮ জন। এই কেন্দ্রে মোট ভোটারের ৪৯.২৮ শতাংশ মহিলা। উল্লেখ্য, বাঁকুড়া জেলায় দু'টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে ২৫ মে ২০২৪ শনিবার। এজন্য আগামী ২৯ এপ্রিল ২৪ থেকে ৬ মে ২৪ পর্যন্ত ছুটির দিন বাদে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ চলবে জেলাশাসক বা জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ে। মনোনয়ন প্রত্যাহার করা যাবে ৯ মে ২৪ পর্যন্ত। ভোট গণনা হবে ৪ জুন ২০২৪।

বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কৌতুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখী ও পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্র। এই শেষ ৪টি বিধানসভা তপশিলি সংরক্ষিত। অন্যদিকে বাঁকুড়া লোকসভায় রয়েছে বাঁকুড়া, তালডাংরা, ছাতনা, তপঃ উপজাতি সংরক্ষিত রাইপুর ও রানিবাঁধ এবং তপশিলি জাতি সংরক্ষিত শালতোড়া ও পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর। জেলাশাসক বা জেলা নির্বাচন আধিকারিকের সাংবাদিক সম্মেলনে এসব পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে। নির্বাচন বিষয়ক যোগাযোগের জন্য কন্ট্রোল রুম খোলা হবে। কন্ট্রোল রুমে ১৮০০৩৪৫৩২৬৬ নম্বরে অভিযোগ জানানো যাবে।

বিজেপি কর্মীর গুমটিতে আগুন, অভিযুক্ত তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে না হতেই পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপি কর্মীর গুমটির দোকানে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপি মণ্ডল ১ এর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদকের। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে পাণ্ডবেশ্বরের ১৯ নম্বর বুথের জামাই পাড়ার এবিপিটে। এবিপিটের বাসিন্দা বিজেপি কর্মী তথা পাণ্ডবেশ্বর মণ্ডল ১ এর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রিনা ঠাকুরের গুমটির দোকানে।

বিজেপি মহিলা মোর্চার মণ্ডল ১ এর সাধারণ সম্পাদক রিনা ঠাকুরের অভিযোগ, তিনি ছ'মাস আগে বিজেপিতে যোগদান করেছেন, তারপর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে জোর করা হচ্ছে। অন্যথায় তাঁর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং তাঁকে প্রাণেও মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হত। যদিও এই বিষয়ে রবিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত পাণ্ডবেশ্বর থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। আর এটি তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের কাজ বলে দাবি রিনাদেবীর। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সারা এলাকাজুড়ে। পাশাপশি প্রশাসনের কাছে দাবি, এলাকায় যেন সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়, তা হলে এলাকায় যে দুষ্কৃতীমূলক কাজগুলো হচ্ছে সেগুলো জানা যাবে যে সঠিক কারা করছে।

এই বিষয়ে পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে ফোন করা হলে তিনি জানান, তিনি রবিবার সকালে এই ঘটনার কথা জানতে পারেন, পুলিশকে এই ঘটনার সঠিক তদন্ত করার কথা বলেছেন পাশাপাশি নরেনবাবু ওই মহিলার ও তাঁর পরিবারের পাশে আছেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়াও বিধায়কের দাবি, তাঁর প্রাথমিক ধারণা এই ঘটনার সঙ্গে কোনও রাজনীতির সম্পর্ক নেই।

আদ্রায় বজ্রপাতে মৃত ২ শ্রমিক, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: কাজ করে বাড়ি ফিরে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হল দিনমজুর দুই শ্রমিকের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার রেল শহর আদ্রা লাগোয়া রাঙ্গুনি গ্রামে। মৃতরা হলেন লালমোহন মাহাত (৩৮) ও নীলকোমল মাহাত (৩৬)।

ঘটনায় আহত প্রত্যক্ষদর্শী ওই এলাকার বাসিন্দা নয়ন বাউরি জানান, শনিবার সন্ধ্যার দিকে তাঁরা দিনমজুরের কাজ করে বাড়ি ফিরে আসেন। অন্যান্য দিনের মতো ওই দিনও সন্ধ্যা নাগাদ গ্রামের অদূরে একটি পুকুরে তাঁরা স্নান করতে যান। হঠাৎ ওই সময় কালবৈশাখীর কালো মেঘ ধেয়ে এসে ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ শুরু হয়। নয়ন বাউরি জানান, ওই সময় তিনি পুকুরের পাশে একটি ফাঁকা মাঠে নিত্য কর্ম করতে যান। আর তাঁর সঙ্গে স্নান করতে আসা লালমোহন ও নীলকোমল মাহাত পুকুরের ঘাটে স্নান করছিলেন। বিকট শব্দে পুকুরের ঘাটের সামনে বাজ পড়লে দু'জনেই লুটিয়ে পড়েন। বজ্রপাতের বিকট শব্দে তিনিও আহত হন। তবে তেমন ভাবে তাঁর কিছু না হওয়ায় তিনি গ্রামে ফিরে ঘটনার কথা জানাতেই গ্রামবাসীরা ছুটে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার রঘুনাথপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে দেহ দুটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

৩ বিজেপি নেতা 'তৃণমূলের দালাল'!

পোস্টার বাঁশবেড়িয়া পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁশবেড়িয়া: হুগলির বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ধোপা ঘাট এলাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি নেতাদের ছবি দিয়ে পোস্টার দেখা যায়। যার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির রাজনৈতিক মহলে।

বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তুষার মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ এবং রাজ্য সম্পাদক দীপাঞ্জন গুহর ছবি দিয়ে 'তৃণমূলের দালাল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পোস্টারে লেখা, 'তৃণমূলের দালালগুলোকে হুগলি থেকে দূর হঠাও।' যদিও কে বা কারা ওই পোস্টারগুলি লাগিয়েছে, সেই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। এই বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে না চাইলেও এলাকার বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, পোস্টারগুলি মেরেছে তৃণমূলই। যদিও পালটা তৃণমূলের দাবি, তাদের এই ধরনের কাজ করার সময়ই নেই। তারা নিজেদের প্রার্থীর প্রচার নিয়েই ব্যস্ত।

তবে বিজেপির ওপরতলা থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের বিতর্কিত বিষয়ে মুখ না খুলতে। আর সেই কারণেই ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে নারাজ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। অন্যদিকে তৃণমূলের এক নেত্রী বলেন, 'লকেট চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী হিসেবে বিজেপিরই অনেকের পছন্দ নয়। এই নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে। হুগলি জেলায় ৩ -৪ জনের নামে দেওয়াল লিখনও হয়েছে। লকেট প্রার্থী হওয়ার পর ওদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। গতকাল আমাদের প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুর থেকে প্রচার শুরু করেছেন। বিজেপি নিজেদের হারের রেজাল্ট হাতে নিয়ে বসে রয়েছে। লকেটের ৫ বছরের কর্মব্যর্থতা ঢাকতে, আগাম ওরা নানা ছলচাতুরি করে প্রমাণ করতে চাইছে তৃণমূলকে আসনটায় জিততে বিজেপিই সাহায্য করেছে, এটা ওদের নাটক ছাড়া কিছুই নয়।'

প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগেও হুগলির বিভিন্ন জায়গায় পোস্টারকে ঘিরে ছড়িয়েছে বিতর্ক। কিছুদিন আগে খন্যানে বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দেখা যায় পোস্টার। সেখানে লেখা ছিল 'পাঁচ বছরে লকেট দিদির দেখা নাই, তাই এবারে এখানে বিজেপির ভোট নাই।' আবার কয়েকদিন আগে, জেলার উত্তর চন্দননগরের তালডাঙা, সরিষাপাড়া, বোড়াইচণ্ডীতলা, লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারের মতো এলাকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে লেখা খোলা চিঠি পোস্টার আকারে সাঁটানো থাকতে দেখা যায়। সেই পোস্টারে লেখা ছিল, 'মোদিজি আমাদের বাঁচান লকেট চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে।'

মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থতা কামনায় পুজো তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত সুস্থতা কামনায় রবিবার ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের কুঠিঘাট কালীমন্দিরে পুজো দিলেন গোপীবল্লভপুর এক ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দলীয় কর্মী ও নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি আনন্দ বাড়ি, জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা স্নেহাশিস দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বাড়িতে পড়ে গিয়ে কপালে ও নাকে চোট পান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিশ্বনাথ মাহাতোর নির্দেশে কুঠিঘাট কালীমন্দিরে পুজো দেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য ও নেতৃত্বরা। এই বিষয়ে আনন্দ বাড়ি ও স্নেহাশিস দাস বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করে কুঠিঘাট কালীমন্দিরে পুজো দিলাম। আমরা চাই তিনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।'

পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ভুয়ো সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ভুয়ো জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল পরিচালিত মানিকপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে। জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট অনলাইনে দেওয়ার নিয়ম থাকলেও পঞ্চায়েত প্রধান শত্রুঘ্ন মাহাতো টাকার বিনিময়ে হাতে লিখে প্রায় দেড়শোটি এরকম সার্টিফিকেট দিয়েছেন বলে স্থানীয় বাসিন্দা হেমন্ত মাহাতো সহ অন্যান্যরা অভিযোগ করেছেন। শুধু তাই নয়, পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বেশ কিছু সরকারি জমি জবরদখল করে রাখার অভিযোগও উঠেছে পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। হাতের লিখে সার্টিফিকেট দেওয়া তার ভুল হয়েছে বলে মেনে নিলেও জমি জবরদখল করার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত প্রধান। সরকারিভাবে এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। অভিযুক্ত প্রধানকে সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে জেলা তৃণমূল সূত্রের খবর।

রবিবার ফুরফুরার পীর দাদা হুজুরের ৮৫তম ওফাত দিবস উপলক্ষ্যে ফুরফুরায় দোয়ার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য পীর সাহেব। এইরকম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপমহাদেশের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে।

বর্ধমানে ওমেন্স সেল্ফ ডিফেনস ওয়ার্কশপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বর্ধমান ক্যারাটে-ডো অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় এবং রাতদিন ডক্টরস চেম্বার ও অগ্রদূত সংঘের সহযোগিতায় ১৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখে 'ওমেন্স সেল্ফ ডিফেনস ওয়ার্কশপ' বর্ধমানের শাঁখারিপুকুরের অগ্রদূত সংঘের ময়দানে অনুষ্ঠিত হল।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সহযোদ্ধার সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উনি সকল মহিলাদের উদ্দেশে বলেন, 'নিজের উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস ও ক্যারাটের কলাকৌশল জানা থাকলে নিজের রক্ষা নিজেই করা যায়।' সেল্ফ ডিফেন্স ট্রেনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমানের প্রখ্যাত মার্শাল আর্টস কোচ রেনসি দেবাশিস কুমার মণ্ডল। তিনি ষষ্ঠ ডান ব্ল্যাক বেল্ট, এশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশনের জাজ এবং জুডো ও উশুতে এনআইএস ডিগ্রির অধিকারী।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এই ট্রেনিংটি বিনামূল্যে নারীদের সশক্তিকরণের উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয় এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৪০ জন স্কুল-কলেজের ছাত্রী, কর্মজীবী নারী এবং গৃহিণী এই ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করেন। আয়োজকদের তরফে জেলা ক্যারাটে সংস্থার মহাসচিব দেবাশিসবাবু জানান, ক্যারাটে সহ অন্যান্য মার্শাল আর্টসের কলাকৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে নারীদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে এই ট্রেনিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নারীরা নিজেদের আত্মরক্ষা নিজেরাই করতে পারেন।

এক অংশগ্রহণকারী বলেন, 'প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ক্যারাটের কিছু সহজ টেকনিক খুবই কার্যকরী। বর্তমানে আত্মরক্ষার জন্য এই ধরনের ট্রেনিং প্রত্যেক নারীদেরই গ্রহণ করা উচিত।' অনুষ্ঠানের শেষে সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয় এবং আগামী দিনেও এই ধরনের কর্মশালা আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়।

দলিল হারিয়েছে

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী ভূপাল চন্দ্র নস্কর, পিতা প্রয়াত সুধীর নস্কর, তেঘড়িয়া, পো : রামকৃষ্ণপল্লি, থানা : নরেন্দ্রপুর,কলকাতা : ৭০০১৫০ মূল দান দলিল, সম্পত্তি মৌজা : নিশ্চিন্তপুর,জেএল নং ৫৩, আরএস দাগ নং ৭৯, ৮০, ১০১, আরএস খতিয়ান নং ২৯০, ৮২, ১৫০, ৪০৭, রামকৃষ্ণপল্লি, থানা : নরেন্দ্রপুর, (পুরানো সোনারপুর) তারিখ ১৮.০৭.২০১৩, দলিল নং ০৭১১৮-২০১৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স-১, কলকাতা সমীপে অ্যাডভোকেট এর চেম্বারের পথে (রুট সোনারপুর থেকে গড়িয়া) চলার পথে ২৯.০৪.২০২৩ তারিখে হারিয়ে ফেলেছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নরেন্দ্রপুর থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ২৩০১/২৩ তারিখ ২৯.০৪.২০২৩ দায়ের করেছেন।

কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট মূল দলিল পেয়ে থাকলে আমার নিম্নোক্ত ঠিকানায় অনুগ্রহ করে ফেরত দিতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে, অন্যথায় পরবর্তীতে সার্টিফায়েড কপি মূল দলিল হিসেবে গণ্য করা হবে।

চৈতালী চ্যাটার্জি, অ্যাডভোকেট
১৬২, শ্রী অরবিন্দ সরণি
কলকাতা : ৭০০০০৬
এনরোলমেন্ট নং ডব্লুবি-৭০৬/২০০৬
মো) ৯৮৩৬১১৮২২৭

ই- নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির সংযোজন
এর সম্পদ বিক্রির জন্য ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে
এইচভিআর প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনে)

বিজ্ঞাপনটি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের সমস্ত সংস্করণে **২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ প্রকাশিত এইচভিআর প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনে) ("প্রধান বিজ্ঞাপন") এর সম্পদ বিক্রির** জন্য **২১ ফেব্রুয়ারী** ২০২৪ তারিখের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজি, মারাঠি ভাষায় নবরাষ্ট্র নাগপুর সংস্করণ এবং বাংলায় একদিন, কলকাতা সংস্করণে।

সম্ভাব্য দরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১ এপ্রিল ২০২৪** পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে, যোগ্য দরদাতাদের ঘোষণার শেষ তারিখ **৩ এপ্রিল ২০২৪** পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে, শেষ তারিখ এইচভিআর প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেডের সম্পদের পরিদর্শন বা যথাযথ পর্যবেক্ষণ (লিকুইডেশনে) **১০ এপ্রিল ২০২৪** পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, পরিদর্শনের সময় **১০ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে।** বায়না জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (ইএমডি) **১২ এপ্রিল ২০২৪** পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। সম্ভাব্য দরদাতারা যারা ইতিমধ্যেই **২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪**-এর ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর যোগ্যতার নথি জমা দিয়েছেন তাদের আবার যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার দরকার নেই।

ই-নিলামের তারিখ **১৭ এপ্রিল ২০২৪** এ সংশোধন করা হয়েছে।

সংশোধিত ই-নিলামের তারিখ ও সময়

ই-নিলামের তারিখ : ১৭ এপ্রিল ২০২৪

ই-নিলামের সময় সকাল ১১টা থেকেবিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ)

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের উল্লিখিত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তির বাকি বিষয়বস্তু একই আছে। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এর ই-অকশন প্রসেস মেমোরেন্ডাম ডকুমেন্টের অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী এবং বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে এই সংযোজনটি https://ncltauction.auctiontiger.net থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

সংশোধিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া স্মারকলিপি https://ncltauction.auctiontiger.net থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

যে কোন গুরুত্বপূর্ণ এবং আগ্রহী ক্রেতা যাচাই করে একই ডাক জমা দিতে পারেন ই-অকশন এজেন্সির পক্ষ থেকে **যোগাযোগের ব্যক্তি শ্রী প্রবীণ কুমার থেভার মোবাইল : ৯৭২২৭৭৮৮২৮-ডি : ০৭৯-৬৮১৩৬৮৯১/৬৮৪২/৬৮৩৭/৬৮৭৫ এবং সমর্থন-৯২৬৫৫৬২৮২৮/৯২৬৫৫৬২৮১৮; ইমেল আইডি praveen.thevar@auctiontiger.net**।

লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগের ব্যক্তি সবির কান্তি মজুমদার

ইমেল আইডি : liq.hvrppl@gmail.com মোবাইল নম্বর + ৯১৯৪৩৩৬৭৯৫৯১

লিকুইডেটর কোন কারণ ব্যতীত এবং কোন দায় ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

তারিখ : ১৮ মার্চ ২০২৪
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
সবীর কান্তি মজুমদার
লিকুইডেটর
এইচভিআর প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্থ
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-PO1161/2018-19/11903
এএফএ বৈধ ০৪.১০.২০২৪ পর্যন্ত
ঠিকানা - ১৫৫/এ, ইউনিক পার্ক, বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭০০০৩৪
নথিভুক্ত ইমেল আইডি আইবিবিআই সহ : sabirk01@gmail.com

SBI এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, কোল - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২০.০৭.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী স্বপন কুমার দাস, পিতা শ্রী শ্রীমন্ত দাস, ও-৮৫, ফতেপুর সেকেন্ড লেন, গার্ডেন রিচ, কলকাতা - ৭০০০২৪** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১১,৬৬,২৭৮ টাকা (এগার লাখ ছেষট্টি হাজার দুশো আটাত্তর টাকা) টাকা** ২১.০৭.২০২৩ থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৫ মার্চ ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **১১,৬৬,২৭৮ টাকা (এগার লাখ ছেষট্টি হাজার দুশো আটাত্তর টাকা) টাকা** ২১.০৭.২০২৩ থেকে সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্ব দলিলদ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন নির্মিত জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৫ ছটাক ১২ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : গার্ডেন রিট,শিট নং ১০০/১০৫/তৌজি নং ৬৭, খতিয়ান নং ১০৫, দাগ নং ১৭৭, হোল্ডিং নং ০-৮৫, ফতেপুর সেকেন্ড লেন, কলকাতা : ৭০০০২৪, স্থানীয় কেএমসি ওয়ার্ড নং ১৩৩, থানা : গার্ডেন রিচ (পূর্বতন মেটিয়াব্রুজ),এডিএসআর বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং চৌহদ্দি নিম্নমতে।

স্বত্বাধিকারী : শ্রী স্বপন কুমার দাস।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৪ ফুট চওড়া সড়ক এবং মদন বোসের জমি, **দক্ষিণে :** লক্ষ্মী দাসীর জমি/সম্পত্তি, **পূর্বে :** আঙুরবালা মুখার্জি এবং গৌতম মুখার্জির ভবন, **পশ্চিমে :** জমি দাগ নং ১৭৮ থেকে ১৮০।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৫.০৩.২০২৪
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ
হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15490UP2014PTC065749
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য় তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩
ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১২১

কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ চালু সংস্থা বা চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয়
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই) : ১ এপ্রিল ২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ : ১৯ এপ্রিল ২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
নিলামের তারিখ এবং সময় : ২২ এপ্রিল ২০২৪ বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে চালু সংস্থা হিসেবে একলপ্তে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :-

কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে।

কোম্পানির সম্পদ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম : **https://www.nesl.co.in** (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রতিটির ক্ষেত্রে) মাধ্যমে।

ক্রম নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
১	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি, জমি ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১২১, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) অধীনে একলপ্তে সম্পাদিত হবে।	৮,৫০,০০,০০০ টাকা	৫০,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ০৪.০৪.২০২৪ থেকে ১০.০৪.২০২৪ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)

১. আগ্রহী আবেদনকারীগণকে অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, ডাকদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি আবশ্যক ইত্যাদি সম্বলিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদির সম্পূর্ণ নথি যা পাওয়া যাবে **https://www.nesl.co.in** এবং **https://hansrajagrofresh.com** থেকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।
২. লিকুইডেটরের অধিকার রয়েছে যেকোনও সময়ে প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের বা ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাদি সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের। তিনি কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩. সংরক্ষিত মূল্যের সঙ্গেই সকল প্রযোজ্য কর এবং ডিউটি ব্যতীত এবং সফল ডাকদাতাকে প্রযোজ্য সকল কর এবং ডিউটি প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কোনও অবস্থাতেই প্রযোজ্য হারে কোনও কর(সমূহ) কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক প্রদানের দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৪. নথি দাখিলের শেষ তারিখ **১৯.০৪.২০২৪ এবং ই-নিলাম সম্পাদিত হবে ২২.০৪.২০২৪ তারিখে বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা (আইএসটি) পর্যন্ত**।

স্বা/-
দেব ব্রত রানা
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি-০২৫৬৭/২০২১-২০২২/১৩৯৩৬
এএফএ বৈধতা ২৭.১১.২০২৪ পর্যন্ত
লিকুইডেটরের ঠিকানা : শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুরকি
হরি সিং মার্কেট, হরদ্বোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
ইমেল : cirp.hapl@gmail.com
মোবাইল : ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩

তারিখ : ১৮.০৩.২০২৪
স্থান : রুরকি

দক্ষিণ মালদার ৪টি স্পর্শকাতর বিধানসভা কেন্দ্রে তদারকি চালাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি

নিজস্ব প্রতিবেদ, মালদা: কালোটাকার স্বর্গরাজ্য মালদার চারটি বিধানসভাকে চিহ্নিত করল নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন চলাকালীন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে তদারকি চালাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। শনিবার লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর এদিন সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসনিক ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের চারটি বিধানসভাকে লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে , জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এ রাজ্যে এমন নির্দেশিকা নজিরবিহীন। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে ইংরেজবাজার, মোথাবাড়ি, সুজাপুর এবং ফারাক্কা এই চারটি বিধানসভা কেন্দ্র কালো টাকা অপচয়ের ক্ষেত্রে তদারকি চালাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। এই এজেন্সিগুলির মধ্যে আয়কর অন্তর্ভুক্ত পদস্থকর্তা থেকে শুরু করে ইডি আধিকারিকরাও তদারকি চালাবে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, যে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারমধ্যে ইংরেজবাজার এবং সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি ভারত -বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী। বাকি দুটি বিধানসভা কেন্দ্র মোথাবাড়ি এবং ফারাক্কা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সীমান্তবর্তী। বিগতদিনে জেলা পুলিশ এবং প্রশাসন অপরাধ দমনে অভিযান চালিয়ে মাদক জাতীয় দ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট, হেরোইন, ব্রাউন সুগার, গরু পাচার এবং জাল টাকা এইসব বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই উদ্ধার করেছে। একাধিক দুষ্কৃতীরা এই ধরনের অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মালদার সীমান্তবর্তী ইংরেজবাজার, সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্র এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্য বিশিষ্ট অপর বিধানসভা মোথাবাড়ি এবং সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে কড়া নজরদারি চালানোর ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী মালদার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রকে স্পর্শকাতর হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই চারটি বিধানসভা কেন্দ্র হল ইংরেজবাজার, মোথাবাড়ি, ফারাক্কা এবং সামশেরগঞ্জ। যেখানে বেআইনি মাদক পাচার সহ কালো টাকার অপব্যবহারের একটা অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন তদন্তকারী এজেন্সি তদারকি চালাবে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদায় দুটি লোকসভা কেন্দ্রে ৭ মে ভোট গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। ৪ জুন ভোট গণনা হবে। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের পলিটেকনিকে এবং উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের মালদা কলেজে এবারে ভোট গণনা হবে। মালদা জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৪৭। ইতিমধ্যে সাত কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মালদায় এসে পৌঁছেছে। ৬৪ টি ফ্লাইং স্কোয়াড টিম কাজ শুরু করেছে। ৩০৮৮টি পোলিং স্টেশন রয়েছে মালদা জেলায়। যার মধ্যে তিনটি অক্সিলারি পোলিং স্টেশন রয়েছে। যেকোনো ছাপাখানায় রাজনৈতিক নির্বাচন সংক্রান্ত পোস্টার ছাপানোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে প্রশাসনের সার্টিফাইয়েড লাগবে। এছাড়াও নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে ১৯৫০ টোল ফ্রি নম্বর দেওয়া রয়েছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে মোট ২৬১ টি সেক্টর থাকছে। প্রতিটি সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ১০ থেকে ১২ টি পোলিং স্টেশন থাকবে। মোট ২১৩৭টি লোকেশনে ৩০৮৮টি পোলিং স্টেশন রয়েছে।

মালদা কর্মিসভায় যোগ দিয়ে বিরোধীদের একহাত নিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বরকদার কংগ্রেস এখন আর নেই। উনি বলেছিলেন সিপিএমকে বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। সেই কাজ তৃণমূল করেছে। বরঞ্চ এখনকার কংগ্রেসের যিনি বাংলার হর্তাকর্তা সেই অধীর রঞ্জন চৌধুরী বিজেপির হয়ে সত্যিকারের দালালি করছেন। রবিবার মালদায় তৃণমূলের দুই প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী কর্মিসভায় এসে এভাবেই বিরোধী দল বিজেপি এবং বাম ও কংগ্রেসকে তুলোধনা করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন দুপুরে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে নির্বাচনী কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের আরও দুই মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তাজমুল হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, দলের সহ-সভাপতি বাবলা সরকার প্রমুখ।

এদিন নির্বাচনী কর্মিসভায় মালদার প্রতিটি ব্লকের বুথ স্তরীয় নেতাদের উপস্থিতিতে লোকসভার তৃণমূলের দুই প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার কথা বলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি নির্বাচনের কৌশল নিয়েও দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গেও মতামত বিনিময় করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর সঙ্গে এদিন দক্ষিণ মালদার তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান এবং উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি উপস্থিত হয়েছিলেন।

এদিন নির্বাচনী কর্মিসভা শেষ করার পর সাংবাদিক বৈঠক করে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, এখন বরকতদার কংগ্রেস আর কোথায়? ওরা সিপিএমের হাত ধরেছে। বরকতদা যে কথা বলে গিয়েছিলেন, সেই সিপিএমকে বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলেছে তৃণমূল। বরঞ্চ বিজেপির নেতারা যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছে, তাঁকে সমর্থন জানাচ্ছে সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। আসলে উনি বিজেপির সত্যিকারের দালালি করছেন। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, বিগত দিনে পশ্চিমবঙ্গে যখন তৃণমূলের ৩৪ জন সাংসদ ছিলেন, তখন ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের টাকা আটকাতে পারেনি কেন্দ্র। আবাস যোজনা প্রকল্পের টাকাও দিয়েছে ওরা। পরবর্তীতে যখন সাংসদ সংখ্যা কমে গিয়ে যায়, তখনই এই ধরনের আচরণ করছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। ওরা আমাদের রাজ্য থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছে। অথচ আমরা কেন্দ্রের মোদি সরকারের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকা পাব, সেটা আটকে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অথচ বিজেপি বিভেদের রাজনীতি করে যাচ্ছে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, বিগত দিনে মালদার লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের অঙ্কটা ছিল অন্যরকম। কিন্তু এবারে যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে দুই প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে। কারণ, মানুষ আর বিরোধী ওইসব দলকে সহ্য করছে না। মুখ্যমন্ত্রীর যে উন্নয়ন করেছেন, তাতেই এই বাংলার মানুষ জয়ের কথা বলে দিচ্ছে।

নতুন রাস্তার পিচ ওঠার দাবি, ক্ষোভ গোঘাটের রঘুবাটীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গ্রামের রাস্তার পিচ গ্রামবাসীরা হাত দিয়ে তুলে নিচ্ছেন বলে দাবি। রাস্তার পিচ উঠে বেরিয়ে এসেছে ধুলো। প্রতিবাদ করলে শাসকদলের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। বিরোধীদের দাবি, কাটমানির রাস্তা তাই পিচ উঠে যাচ্ছে। শাসকদলের দাবি, বিরোধীরা তো বলবেই। তবে প্রতিবাদীদের হুমকির অভিযোগ মানতে চাননি তারা। ঘটনাটি গোঘাটের রঘুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার।

জানা গিয়েছে, রঘুবাটী অঞ্চলের উদয়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কংকালী আলু স্টোরেজ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, নতুন পিচ রাস্তা হচ্ছে। কয়েক দিন আগে রাস্তার কাজ শুরু হতেই রাস্তার পিচ উঠে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষজন হাতে করে নতুন তৈরি রাস্তা থেকে পিচ তুলে নিয়ে দেখাচ্ছেন। পাথর মেশানো পিচ রাস্তার চাঙর থেকেও ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ছে। পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার বরাদ্দ হয়েছে। গোঘাট ১ নং ব্লকের রঘুবাটী অঞ্চলের এই পিচ রাস্তাটি তৈরি করছে পঞ্চায়েত ও গ্রাম- উন্নয়ন বিভাগ।

যদিও গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কাজ একদমই ঠিকঠাক হচ্ছে না। নতুন পিচ রাস্তার পিচ কয়েক দিন যেতে না যেতেই কী ভাবে উঠে যায়। যতদূর কাজ হয়েছে সমস্ত রাস্তাটি ফুলে উঠেছে। যদিও ঠিকাদার সংস্থার দাবি, পিচ জমতে সময় লাগবে। প্রশ্ন উঠেছে, গরম পিচ দিয়ে রাস্তা তৈরি হয় আর এই পিচ জমতে কত সময় লাগবে? নতুন রাস্তায় কী ভাবে পিচ উঠে যায়, তা হলে কি রাস্তার কাজের মান ঠিকঠাক আছে? এই ঘটনা নিয়ে বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও মেলেনি কোন সুরাহা বলে অভিযোগ। গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তবে এই বিষয়ে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় জানান, রাস্তায় কাজ চলছে। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা তাঁর জানা নেই। বিষয়টি নিয়ে জেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। অপরদিকে গোঘাটের বিজেপি নেত্রী দোলন দাসের দাবি, কাটমানির জন্যই পিচ উঠে যাচ্ছে। ঠিকাদাররা তৃণমূল নেতাদের টাকা উপহার দিয়ে রাস্তা তৈরি করছেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই পিচ উঠে যাচ্ছে। সবমিলিয়ে ওই অঞ্চলের রাস্তার পিচ উঠে যাওয়ায় শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়।

নির্বাচনে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পাটের সামগ্রী ব্যবহারে জোর নদিয়া জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: লোকসভা নির্বাচনে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে এবার অভিনব উদ্যোগ নদিয়া জেলা প্রশাসন তথা জেলা নির্বাচন দপ্তরের। প্লাস্টিক ফ্লেক্স বর্জন করে পাটের তৈরি সামগ্রী ব্যবহারের ওপর জোর দিচ্ছে জেলা প্রশাসন। আর নির্বাচনী বিধি লাগু হতেই জেলায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয়ে গেল জোরকদমে। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক সহ জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করেন নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুণপ্রসাদ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যতটা সম্ভব প্লাস্টিক বর্জন করা যায় সেদিকেই নজর রাখছে প্রশাসন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যাতে তাদের প্রচারে পাটের তৈরি সামগ্রী বেশি ব্যবহার করে সেদিকে নজর রাখতে বলা হয়। আগামী লোকসভা নির্বাচন অবাধ শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে সর্বদা প্রস্তুত নদিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা নির্বাচন দপ্তর।

এ বিষয়ে নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুণপ্রসাদ বলেন, ‘আমরা চাইছি লোকসভা নির্বাচনে যাতে পরিবেশ দূষণ যতটা পারা যায় নিয়ন্ত্রণে রাখা। আর সেই কারণেই সাংবাদিকদের প্রচারের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সকলকে অবহিত করা যাতে প্লাস্টিক ফ্লেক্স ব্যানার এসব ব্যবহার না করে পাটের তৈরি সামগ্রী নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করে।’ এদিন উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অমরনাথ কে ছাড়াও রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ এবং নদিয়া জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। রবিবার এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার পাগলা ব্রিজ এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনার পর লরি নিয়ে পালিয়ে যায় চালক। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মহম্মদ বাবুলাল (৪৪)। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার উত্তর দারিয়াপুর এলাকায়। এদিন সকালে কয়েকজন মিলে ভিন্ন রাজ্যে যাওয়ার জন্য ফারাক্কা স্টেশন যাচ্ছিলেন ট্রেন ধরতে। চারজন পরিযায়ী শ্রমিক একটি টোটোতে ছিলেন। কালিয়াচকের পাগলা ব্রিজের কাছে আচমকা একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছন থেকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। এরপরই ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয়। বাকিরা সামান্য আহত হলে, তাদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে নিকটবর্তী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার বাকি আহতদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ঘাতক লরিটির খোঁজ শুরু করেছে।

লড়াই চাই না, ভালোবাসা দিয়ে মন জয় করব : রচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ‘বিরোধীপক্ষ কী করছে, কাকে গালিগালাজ করছে তা দেখার সময় আমার নেই, লড়াই চাই না, ভালোবাসা দিয়ে মন জয় করব।’ রবিবার সকাল থেকেই প্রচারে নেমে এমন কথাই শোনা গেল তৃণমূল কংগ্রেসের অভিনেত্রী প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়।

লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়েছে শনিবার। আর প্রচারের প্রথম রবিবার সকাল থেকেই প্রচারে নেমে পড়েছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকালে পাণ্ডুয়া ব্লকের সিমলাগড় কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে তিনি প্রচারের কাজ শুরু করেন। হুগলি জুড়ে ঝোড়ো প্রচার শুরু করে দিয়েছেন দিদি নম্বর ওয়ান। রবিবাসরীয় প্রচারেও সিমলাগড় কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন। রাজনৈতিক লড়াই কতটা? তার উত্তরে চিরপরিচিত হাসি দিয়ে রচনা বললেন, ‘মানুষের ভালোবাসা দিয়েই ভোটে জিতব।’

বিরোধী প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘সে তাঁর কাজ করুক, আমি আমার কাজ করব।’ হুগলি লোকসভা পুনরুদ্ধার করার যাবে কিনা সেই প্রসঙ্গে তাঁর মত, ‘আমরা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। হুগলির মানুষের ওপর ভরসা আছে, দিদির ওপর ভরসা আছে, আমরা জিতব। লকেটের সঙ্গে দেখা হলে ওনাকেও নমস্কার করব, এখন সবাইকেই নমস্কার করছি।’ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রচনা বলেন, ‘দারুণ সাড়া পাচ্ছি। আমি অভিভূত এবং ভাবতে পারিনি হুগলির মানুষ আমাকে এমন ভাবে সমর্থন করবে, পাশে থাকবে। যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই মানুষের ভালোবাসা আশীর্বাদ পাচ্ছি। আগামী দিনে যেন তাঁদের পাশে থাকতে পারি, সেটাই আমার মূল লক্ষ্য।’

হুগলিতে বিজেপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে পোস্টার পড়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘বিরোধী পক্ষ নিয়ে কোনও বক্তব্য নেই। আমি আমার দলের জন্য এসেছি। আমার দলকে জেতাব। বিরোধীপক্ষ কী করছে, কাকে গালিগালাজ করছে তা দেখার সময় আমার নেই।’ উল্লেখ্য, হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে ১৯৮৯ সাল থেকে এই কেন্দ্রে টানা জিতে এসেছেন সিপিএম প্রার্থী রূপচাঁদ পাল। ২০০৯ সালে এই কেন্দ্রে প্রথম জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রত্না দে নাগ এই কেন্দ্র থেকে ৫২.৩৭ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। ২০১৯ সালে এই কেন্দ্রে ভোটের ফল বদলে ৪৬.০৩ শতাংশ ভোট

পেয়ে জয়লাভ করেন বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়।

সিঙ্গুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, ধনিয়াখালি এই সাতটি বিধানসভা নিয়ে এই লোকসভা আসন গঠিত। গত বিধানসভা নির্বাচনের বিচারে এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রেই জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার দুপুর বারোটা নাগাদ সিমলাগড় কালীমন্দিরে উপস্থিত হন রচনা। সেখানে ছিলেন পাণ্ডুয়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন সাংসদ রত্না দে নাগ, তৃণমূল হুগলি জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই, ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র সহ জেলা নেতৃত্ব। সেখানে পুজো দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করেন। সকলের সঙ্গে সেলফি নেন। এরপর সেখান থেকে হুডখোলা গাড়িতে দলীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে আর্ত্তি গ্রামে সাধারণ মহিলা ও মানুষজনের সঙ্গে জনসংযোগ করেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন।

মাঠে থাকুন, জনপ্রতিনিধিদের টার্গেট বেঁধে দিলেন কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আগামী ২৫মে পর্যন্ত পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের অফিসে যাওয়ার দরকার নেই। আধিকারিকরা সামলে নেবেন। বাঁকুড়ার সোনামুখীর কর্মিসভা থেকে দলের জনপ্রতিনিধিদের টার্গেট বেঁধে দিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপির পালটা খোঁচা, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জল ধরো জল ভরো প্রকল্পের আওতাভুক্ত। কবে কখন তিনি জল ধরে কী বলেন, তা তিনি নিজেই জানেন না।

শনিবারই নির্বাচন কমিশন ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দুই লোকসভা কেন্দ্রেই ভোটের দিন স্থির হয়েছে ২৫ মে। ষষ্ঠ দফার সেই নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিষ্ণুপুরের প্রচারের ময়দানে ঝড় তুলছেন সব দলের প্রার্থীরাই। শনিবার বিষ্ণুপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের সমর্থনে সোনামুখীতে কর্মিসভা করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠে তিনি দাবি করেন, ‘২৫ মে পর্যন্ত পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কোনও জনপ্রতিনিধির অফিসে যাওয়ার দরকার নেই। কাজ আধিকারিকরা সামলে নেবেন। আপনারা শুধু মাঠে থাকুন। এটাই আপনাদের টার্গেট।’ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য সামনে আসতেই সমালোচনায় সরব হয়েছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের কোনও জনপ্রতিনিধি মানুষের পাশে থাকেন না। সারাবছর তাঁদের টার্গেট থাকে কাটমানি সংগ্রহ করার। তাই এই ধরনের বক্তব্য কোনও কাজে আসবে না।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে না হতেই তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ। দলের শত্রুতা নাকি বিরোধীদের কাজ বুঝেই উঠতে পারছেন না বলে দাবি তৃণমূল নেতার। চরম আতঙ্কে গোটা পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার আমিনবাজার এলাকায়।

জানা যায়, ওই এলাকার জেলা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নেতা খোকন খান। দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের হয়ে দায়িত্ব সামলেছেন। শনিবার প্রতিদিনের মতো রাতে যখন খাওয়া দাওয়া করে বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন, ঠিক তখন বিকট আওয়াজ শুনতে পান। বাইরে এসে দেখেন পুরো বাড়িটা ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এরপরেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ। পুলিশ এসে বোমার পড়ে থাকা অংশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে বোমাবাজি হওয়ার পরে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে জেলা সংখ্যালঘু সেলরে নেতা খোকন খানের দাবি, ‘আমি হঠাৎ করে বোমার আওয়াজ পেয়ে বাইরে ছুটে আসি। তবে এই ঘটনা দলের কেউ ঘটিয়েছে নাকি বিরোধীরা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমি দলের উচ্চপদস্থ নেতৃত্বদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা আজ পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলবেন। পুলিশ তদন্ত করছে তারপরে স্পষ্ট হবে কারা এর সঙ্গে যুক্ত।’

তৃণমূল করি কিন্তু মানুষের কাছে বলতে লজ্জা পাই : নারায়ণ গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: তৃণমূল করি কিন্তু মানুষের কাছে বলতে লজ্জা পাই, বাদাম ওয়ালার সঙ্গে তুলনা করেন বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। গ্রামীণ তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে এক কর্মিসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন। পালটা কটাক্ষ বিজেপির। শনিবার অশোকনগর বিধানসভার রাজিবপুর বিড়া পঞ্চায়েতের অনন্তপাড়া এলাকায় গ্রামীণ তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে এক কর্মিসভার আয়োজন করেন বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার সহ একাধিক নেতৃত্ব। কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী বলেন, ‘তৃণমূল কর্মীরা হলেন ফেরিওয়ালা। আমরা তৃণমূল করি, কিন্তু মানুষের কাছে বলতে লজ্জা পাই। বাদাম বিক্রি করতে উঠে যদি আস্তে আস্তে বাদাম বিক্রি করে না চিৎকার করে তা হলে যেমন বাদাম বিক্রি হয় না, ঠিক মানুষের কাছে গিয়েও আস্তে আস্তে ওই ভাবে বললে বলা হয় না। কর্মীরা লজ্জা পান তৃণমূল কর্মী বলতে।’ পালটা তৃণমূলকে কটাক্ষ বিজেপি নেতা তাপস মিত্রর।

পুরুলিয়ায় তৃণমূলে বড়সড় ভাঙন!

সহ-সভাপতি সহ প্রায় ২০০ জন কর্মী-সমর্থকের বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলে বড়সড় ভাঙন!

লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি উত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার পুরুলিয়া শহরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে যোগদানকারীর হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা এবারের লোকসভা নির্বাচনে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো।

বিজেপিতে যোগদানকারী উত্তমবাবু ক্ষোভের সুরে বলেন, ‘তৃণমূলে যারা যত দুর্নীতি করবে, তাদের ততই উন্নতি হবে। পুরুলিয়াতে তৃণমূলের পরিবারতন্ত্র চলছে। তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপি যে লড়াই শুরু করেছে, সেই লড়াইয়ের সঙ্গী হতে পেরে আমি গর্বিত।’ তিনি জানান, এদিন তাঁর সঙ্গে প্রায় দুই শতাধিক তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থক তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন।

পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো বলেন, ‘তৃণমূল থেকে অনেকেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন দলে যোগদান করার জন্য। যাঁরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জানেন, তাঁদের জন্য আমাদের দলে সবসময় জায়গা আছে।’ পালটা পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো বলেন, ‘যিনি বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন তিনি নিজে কি করেন সেটাই জানেন না। কোনও দলেই ওঁর কোনও গুরুত্ব নেই। উনি বিদায় হওয়াতে দলের ভালো হয়েছে।’

চাকরির দেওয়ার নামে প্রতারণা করার অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: রেলে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে ধৃত এক। রেলে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে ভিনরাজ্য থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল বাগদা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বিদ্যাভূষণ প্রসাদ। ধৃতের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে ধৃতের কাছ থেকে জাল পরিচয় পত্র সহ ভারতীয় রেলের জাল নথিপত্র ও ভুয়ো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট একটি ল্যাপটপ উদ্ধার হয়েছে। বনগাঁ পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার জানিয়েছে, গতবছর অগস্ট মাসে বাগদা থানার আইসঘাটা এলাকার এক গৃহবধূ বনগাঁ আদালতে অভিযোগ জানান। কোর্ট মাধ্যমে সেই অভিযোগ পৌঁছয় বাগদা থানায়। এরপরই ঘটনার তদন্তের নেমে গত ১৪ মার্চ ছত্তিশগড়ের দুন থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযোগ তার স্বামীকে রেলে চাকরি দেওয়ার নাম করে অভিযুক্ত ৪১ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। সাত দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে চেয়ে ধৃতকে রবিবার বনগাঁ আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

দোলে এবারও শৈলেন চৌধুরীর ভেষজ আবিরের চাহিদা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সামনেই রঙের উৎসব হোলি। আর তাই গোটা দেশবাসী মেতে উঠবে আবির খেলায়। তবে বাজারে আর পাঁচটা যা আবির বিক্রি হয় তাতে স্বাস্থ্যের উন্নতির বদলে অবনতিই বেশি হয় বলে দাবি। তাই বর্তমানে রং থেকে বেশিরভাগ দেশবাসী বিরত থাকেন বলেও দাবি। তবে এবারও প্রতিবছরের মতো নদিয়ার শান্তিপুরের পরিবেশপ্রেমী শৈলেন চৌধুরী প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে তৈরি করে ফেলেছেন বিপুল পরিমাণ ভেষজ আবির। আর যার বাজারে চাহিদা প্রচুর।

দীর্ঘ একমাস কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে এই আবির প্রস্তুত করতে হয় বলেই জানান শৈলেনবাবু। এ বছর লাল, হলুদ, নীল, সবুজ চারটি রংয়ের ভেষজ আবির তৈরি করেছেন শৈলেনবাবু। তবে একেবারেই বাড়ির মহিলাদেরকে কাজে লাগিয়ে। যদি সরকারি ভাবে সাহায্য পাওয়া যায়, তা হলে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ভেষজ আবিরের প্রোডাকশন আরও বাড়াতে পারবেন বলেই আশাবাদী শৈলেনবাবু।

অপরদিকে গৃহিণীরা জানাচ্ছেন, সারাদিন সংসারের সমস্ত কাজ মিটিয়ে ফাঁকা সময়ে এই আবির তৈরির কাজ করেন। মেলে কিছু পারিশ্রমিকও। ১০০ গ্রামে ৩ টাকা করে মজুরি পান প্রত্যেক মহিলা। আর এই আবির পাইকারি এবং খুচরা দু'টি ভাবেই বিক্রয় করছেন শৈলেন বাবু। পাইকারি দর ২৫ টাকা প্রতি প্যাকেট এবং খুচরা দর ৩০ টাকা প্রতি প্যাকেট বিক্রি করছেন শৈলেনবাবু।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাজার এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্ডার চলে এসেছে শৈলেনবাবুর কাছে। এ বছর শৈলেনবাবু দেড় কুইন্ট্যাল ভেষজ আবির তৈরি করেছেন। আর এ বছরের আবিরে উপকরণ হিসেবে রয়েছে পুঁইমেচুরি, কাঁচা হলুদ, সিমের পাতা, বিট ভুট্টার গুঁড়ো ,এবং অন্যান্য উপকরণ। তবে এই আবির মেখে ত্বকের কোনও ক্ষতি হবে না বলে একশো শতাংশ আশাবাদী শৈলেনবাবু।

বাংলা থেকে তেলুগু, বিভিন্ন ভাষাতেই শোনা যাবে মোদির বক্তৃতা, সৌজন্যে এআই

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: বাংলায় বক্তৃতার সময় অনেক সময়ই প্রধানমন্ত্রী বাংলার আবেগকে উস্কে দিতে বাংলায় দু-এক লাইন বলেন। তবে কোনও কোনও সময় মোদির রবীন্দ্র-কবিতা উচ্চারণ নিয়ে কম ঠাট্টা-তামাশা হয়নি।

কিন্তু ভাবুন তো নরেন্দ্র মোদি বক্তৃতা দিচ্ছেন পুরোপুরি বাংলায়! শুধু বাংলায় বা কেন? ওড়িয়া, তামিল, তেলুগু সব ভাষাতেই। ভাষার বাধা দূর করতে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিচ্ছে বিজেপি। মোদী ম্যাজিকের সঙ্গে মিশবে এআই-এর ম্যাজিক।

কাজেই প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ঝরঝরে বাংলায় বক্তৃতা দিতে শুনলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এআই-এর জাদুতে লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁর দেওয়া সব বক্তৃতাই বাংলা, ওড়িয়া, তেলুগু এবং মালয়ালমের মতো অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় শোনা যাবে। সম্প্রতি এই ভারতীয় ভাষাগুলিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তৃতা প্রচার করার জন্য বেশ কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল খুলেছে বিজেপি। এক্স হ্যান্ডেলগুলিতে গেলেই প্রধানমন্ত্রীর হিন্দিতে দেওয়া বক্তৃতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনুবাদে, যথাক্রমে তেলুগু, মালয়ালম এবং বাংলায় শোনা যাবে। রবিবার (১৭ মার্চ) তেলঙ্গানার নাগারকুর্নুলে এক জনসভায় বক্তৃতা দেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ছোঁয়ায় তাঁর অনুবাদ বক্তৃতার বিষয়ে জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি আপনাদের সঙ্গে তেলুগু ভাষায় কথা বলতে চাই। অনুগ্রহ করে আপনারা নমো ইন তেলুগু হ্যান্ডেলে যান, আপনারা আমার সমস্ত বক্তৃতা তেলুগুতে শুনতে পাবেন।' এই প্রথম, প্রধানমন্ত্রী মোদি তেলুগুতে তার বক্তৃতা প্রচারের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করলেন। একইভাবে নমো ইন বেঙ্গলি এক্স হ্যান্ডেলে গেলে সব বক্তৃতা বাংলায় শুনতে পাওয়া যাবে। বলার ধরনটা হুবহু নরেন্দ্র মোদির মতো হলেও, গলাটা পুরোপুরি নকল করতে পারেনি এআই।

রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'-র শেষ দিনে পা মেলালেন অভিনেত্রী স্বরা

মুম্বই, ১৭ মার্চ: রবিবার মুম্বইয়ে শেষ হতে চলেছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'। দু'মাস আগে মণিপুর থেকে এই পদযাত্রা শুরু করেছিলেন রাহুল। ৬,৭০০ কিমির সেই পদযাত্রা মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে শেষ করছেন তিনি। রবিবার সকালে মুম্বইয়ে 'জন ন্যায় পদযাত্রা' শুরু করেছেন কংগ্রেস নেতা। সেই পদযাত্রায় পা মেলালেন অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর ও। রাহুলের সঙ্গে দেখা গেল তাঁকে। রাহুলের নেতৃত্বে এই দুই পদযাত্রা গোটা দেশে বিপুল সাড়া পেয়েছে বলেও দাবি করেছেন অভিনেত্রী। এর আগেও রাহুলের পদযাত্রায় দেখা গিয়েছিল স্বরা ভাস্করকে।

শুধু তাই নয়, রাহুলের নেতৃত্বে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' এবং 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' এই দু'টি পদযাত্রারই প্রশংসা শোনা গিয়েছে অভিনেত্রীর কণ্ঠে। সাংবাদিকদের কাছে অভিনেত্রী বলেন, 'এই পদযাত্রার নিজস্ব একটি মাহাত্ম্য আছে। যা হল 'ভারত জোড়ো'। গত ১০ বছর ধরে এই দেশ একটি গুরুতর অসুখে ভুগছে, তা হল ঘৃণা। এই দেশে ঘৃণার কোনও জায়গা নেই। ভালবাসাতেই গড়ে উঠেছে এই দেশ।'

অভিনেত্রী কথায়,' দেশে এ ভাবে ঘুরে ঘুরে জনসাধারণের মনের কথা শুনছেন, এমন কোনও নেতা আমি আগে দেখিনি। রাহুল গান্ধী দেশবাসীর সঙ্গে নিজেকে জুড়েছেন।' স্বরা ভাস্কর ছাড়াও রাহুলের এই পদযাত্রায় রয়েছেন প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, মহাত্মা গান্ধীর প্রপৌত্র তুষার গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব। ২০২২ সালে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'য় রাহুলের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রী স্বরা ভাস্করকে। নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বার বার সরব হতে দেখা গিয়েছে স্বরাকে। বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে মুখ খুলে নিজের অবস্থানও স্পষ্ট করেছেন তিনি।

'সংবিধান বদল করার সাহস বিজেপির নেই', কটাক্ষ সাংসদ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: 'প্রবল গর্জন করলেও সংবিধান বদল করার সাহস বিজেপির নেই।' 'যে গর্জায় সে বর্ষায় না।' কার্যত এই প্রবাদকে হাতিয়ার করেই বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। তাঁর দাবি, 'দেশের জনতা কংগ্রেসের পাশে রয়েছেন।'

লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে সম্প্রতি বিজেপি সাংসদ অনন্ত কুমার হেগড়ে দাবি করেন, 'সংবিধান সংশোধন ও কংগ্রেস জমানায় অপ্রয়োজনীয় যে বিষয়গুলি সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছে তা সরাতে সংসদের দুই কক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন।' তাঁর এহেন মন্তব্যে পর বিতর্ক চরম আকার নেয়। জল্পনা শুরু হয়, তবে কি হিন্দুত্বের ঢাক পেটানো বিজেপি 'হিন্দু রাষ্ট্র' গঠনের লক্ষ্যে গোপনে প্রস্তুতি শুরু করেছে! এই ইস্যুতেই রবিবার মুম্বইয়ের এক সভা থেকে রাহুল গান্ধী বলেন, 'বিজেপির যে কোনও বিষয়েই প্রবল শোরগোল শুরু করে, কিন্তু সংবিধান পরিবর্তন করার সাহস ওদের নেই। সত্য ও জনসমর্থন আমাদের পাশেই রয়েছে।' তিনি আরও দাবি করেন, 'এই লড়াই বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে নয়, এ লড়াই মতাদর্শের।'

মোদি সরকারকে তোপ দেগে রাহুল বলেন, 'কেউ ভাবেন, দেশ শুধুমাত্র কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত। যেখানে ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে রয়েছে। কিন্তু আমি উলটোটা ভাবি, যেখানে দেশ চালোনায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন এবং সেখানে মানুষের কথা শোনা উচিত। কারও কাছে আইআইটি'র ডিগ্রি থাকার মানে এটা নয় যে একজন কৃষকের চেয়ে সে বেশি জ্ঞানী।' এর পরই বিজেপিকে তোপ দেগে বলেন, 'কিন্তু বিজেপি এই মানসিকতার পক্ষপাতী নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ মনে করে যে শুধুমাত্র একজনেরই জ্ঞান আছে। কৃষক, শ্রমিক এবং বেকার যুবকদের কোনও জ্ঞান নেই।'

সোমালি জলদস্যুদের হাতে অপহৃত জাহাজ উদ্ধার ভারতীয় নৌসেনার

রুয়েন, ১৭ মার্চ: অবশেষে সফল হল ভারতীয় নৌসেনা। সোমালি জলদস্যুদের হাতে অপহৃত মাল্টার পণ্যবাহী জাহাজ এমভি রুয়েনকে শুক্রবার থেকেই আটক করার চেষ্টা করে, সেটিকে ধাওয়া করে নৌসনার জাহাজ আইএনএস কলকাতা। শনিবার জাহাজটিকে আটক করার চেষ্টা করে ভারতীয় নৌসেনা। আর সেসময় ভারতীয় জাহাজ এবং হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে জলদস্যুরা গুলি চালানো শুরু করলে, জলদস্যুদের সতর্ক করে আত্মসমর্পণ করতে বলে নৌবাহিনী। কিন্তু আত্মসমর্পণ না করে জাহাজটি নিয়ে জলদস্যুরা এগিয়ে যেতে থাকলে নৌসেনাও পিছনে ধাওয়া করে।

অপহৃত জাহাজ থেকে কর্মীদের অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে আইএনএস কলকাতার সঙ্গে রণতরী আইএনএস সুভদ্রাও যোগ দেয়। ৪০ ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে অবশেষে শনিবার জলদস্যুদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয় নৌবাহিনী। দস্যুদের হাত থেকে মুক্তি পান এমভি রুয়েনের কর্মীরাও।

নৌসেনা সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালে ১৪ ডিসেম্বর মাল্টার এই পণ্যবাহী জাহাজটিকে সোমালি জলদস্যুরা অপহরণ করার পর সেটিকে ব্যবহার করেই সমুদ্রপথে অন্য পণ্যবাহী জাহাজ অপহরণের চেষ্টা করতে থাকে। তবে নৌসেনার দৌলতে তাদের একটি চেষ্টাও সফল হয়নি। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের একটি পণ্যবাহী জাহাজ অপহরণের চেষ্টা করতেই আপৎকালীন বার্তা পেয়ে ভারতীয় নৌসেনা জলদস্যুদের রণে ভঙ্গ দেয়।

জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা ভোট হচ্ছে না এবারেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভার সঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনও ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে, দেশের চার রাজ্যে বিধানসভা ভোট হলেও আপাতত স্থগিত রাখা হলো ভূস্বর্গের ভোট। এক দশক পরেও বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে না জম্মু ও কাশ্মীরে।

কারণ হিসেবে কমিশনের যুক্তি, ২০১৯ সালে যখন লোকসভা ভোট হয় তখনও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। কারণ তার মাস ছয়েক আগেই মেহেবুবা মুফতির সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে বিজেপি। সেসময় মনে করা হচ্ছিল লোকসভার সঙ্গেই কাশ্মীরের বিধানসভা ভোটও করানো হবে। কিন্তু সেসময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা জানিয়ে দেন, নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকছে। তাই কাশ্মীরে একসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট সম্ভব নয়। লোকসভার পরই বিধানসভা ভোট করানো হবে।কিন্তু উনিশের লোকসভার পর কাশ্মীরে ভোট ঘোষণা হয়নি। উলটে ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করে দেওয়া হয়। এখনও কাশ্মীরের সেই নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। কাশ্মীরবাসীর আশা ছিল, অন্তত ২০২৪ লোকসভার সঙ্গে সে রাজ্যে নির্বাচন হবে। কিন্তু এবারেও হল না। এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বললেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর দ্রুত বিধানসভা ভোট করাতে আমরা বদ্ধপরিকর।'

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাশ্মীরে নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। সূত্রের দাবি, বছর শেষে কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচন রয়েছে। সেসময়ই কাশ্মীরের ভোট করানোর চেষ্টা করবে কমিশন। কিন্তু কমিশনের এক কর্তা বলছেন, 'লোকসভা ভোটের সময় রমজান চলবে। ফলে প্রচারে সমস্যায় পড়তে পারেন প্রার্থীরা। তাই একসঙ্গে দু'টি ভোট করলে সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া, আদালতের নির্দেশেই তো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় রয়েছে। তাছাড়া নিরাপত্তার ব্যাপারটিও মাথায় রাখতে হবে। একই দিনে পর পর দু'টি সমন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল। আবগারি নীতির পর এ বার দিল্লি জল বোর্ড মামলাতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে কেজরীওয়ালকে ডেকে পাঠাল ইডি। ১৮ মার্চ অর্থাৎ সোমবারই দিল্লির ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইডির এই সমনকে বিজেপির 'চক্রান্ত' বলে দাবি আম আদমি পার্টির (আপ)। কেজরীওয়ালকে গ্রেফতার করতেই বিজেপি 'ব্যাকআপ' পরিকল্পনা করে দিল্লি জল বোর্ড মামলাতে সমন পাঠানো হল।

আফগানিস্তানে বাস ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত ২১

কান্দাহার, ১৭ মার্চ: ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল আফগানিস্তানে। বাস ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল কমপক্ষে ২১ জনের। গুরুতর আহত ৩৮ জন। এঁদের মধ্যে ১১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হিরাট-কান্দাহার হাইওয়েতে।

সেদেশের জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে একটি যাত্রীবোঝাই বাসে ধাক্কা দেয় একটি বাইক। এরপরই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি তেলের ট্যাঙ্কারে ধাক্কা দিলে সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায় বাস ও ট্যাঙ্কারে। ঘটনাস্থলেই একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, যাত্রীবাহী বাসে ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গেই দুই বাইক আরোহী প্রাণ হারান। তারপরে বাসটি গিয়ে তেলের ট্যাঙ্কারে ধাক্কা দিলে, তখন ট্যাঙ্কারে থাকা তিনজন মারা যান। বাসের ১৬ জন যাত্রী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

হেলমন্দ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আহত ৩৮ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে তার মধ্যে ১১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাকি ২৭ জনের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। সোশ্যাল মিডিয়ায় দুর্ঘটনার বেশ কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বাস ও তেলের ট্যাঙ্কার। সেই ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করা হচ্ছে।

ফের ভারতীয় ছাত্রের দেহ উদ্ধার আমেরিকায়

বস্টন, ১৭ মার্চ: ফের এক ভারতীয় ছাত্রের দেহ উদ্ধার হল আমেরিকায়। মৃত পড়ুয়ার নাম পারুচুরি অভিজিৎ (২০)। অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরের বাসিন্দা তিনি। একটি জঙ্গলের মধ্যে গাড়ির ভিতর থেকে ওই পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অনুমান। এনিয়ে চলতি বছরেই আমেরিকায় আট ভারতীয় পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হল। ফলে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা।

সেদেশের পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আমেরিকার বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ভর্তি হয়েছিলেন অভিজিৎ। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র ছিলেন তিনি। অভিজিতের বাবা পারুচুরি চক্রধর দাবি করেন, ছেলে বিদেশে পড়তে যাওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করলেও, ওঁর মায়ের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মা সম্মত হওয়ার পরই বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন অভিজিৎ। কিন্তু আমেরিকাযাত্রাই কাল হল অভিজিতের। কী ভাবে ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু হল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, টাকা এবং ল্যাপটপের জন্য অভিজিৎকে খুন করেছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। টাকাপয়সা দিতে আপত্তি করায় তাঁকে খুন করা হয়েছে। এদিকে অন্য একটি সূত্রে মাধ্যমে পুলিশ জানতে পেরেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই অভিজিতের ঝামেলা চলছিল। তার জেরেও খুন হয়ে থাকতে পারেন তিনি। মৃতদেহ উদ্ধার হলেও অভিজিতের মানিব্যাগ ও ল্যাপটপের মেলেনি। পুলিশের সন্দেহ, টাকাপয়সা নিয়ে কারও সঙ্গে ঝামেলা হয়ে থাকতে পারে অভিজিতের। তার জেরে খুন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁর দেহ ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে আমেরিকা প্রশাসন।

অস্ত্র পাচারকারীকে ধরতে গিয়ে খুন খোদ পুলিশকর্মী

পঞ্জাব, ১৭ মার্চ: বেআইনি অস্ত্র পাচারের মূলচক্রীকে ধরতে তল্লাশি অভিযানের সময় খুন হল খোদ পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে।

জানা গিয়েছে, সুখবিন্দর সিং নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে অস্ত্র পাচারের অভিযোগ ছিল। তাকে ধরতে রবিবার মনসুরপুরে তল্লাশি অভিযান চালায় ক্রাইম বিভাগের একটি বিশেষ দল। সকালেই সুখবিন্দরের বাড়িতে পৌঁছে যান দলের সদস্যরা। সেই সময়েই বিপত্তি। তল্লাশি দলকে লক্ষ্য করে ঘরের ভিতর থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে বেআইনি অস্ত্রের কারবারিরা। গুলি লেগে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন অমৃতপাল সিং নামে এক পুলিশ কনস্টেবল। কোনওমতে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ওই এলাকা ছেড়ে চলে যান তল্লাশি দলের সদস্যরা। সেই সুযোগে গা ঢাকা দেন অস্ত্র কারবারি সুখবীরও। গুরুতর আহত অবস্থায় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পুলিশ কনস্টেবল অমৃতপালকে। কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ হতে তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু এত চেষ্টাতেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসা চলাকালীনই তাঁর মৃত্যু হয়। হোশিয়ারপুর পুলিশের এসএসপি সুরেন্দ্র লাম্বা জানিয়েছেন, সুখবিন্দরের খোঁজে ইতিমধ্যেই ফের নতুন করে তল্লাশি শুরু হয়েছে। যে সমস্ত জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারেন সুখবিন্দর, সেখানেও খোঁজ চলছে। তবে রবিবার দিনভর তল্লাশি হলেও এখনও সুখবিন্দরের খোঁজ মেলেনি। তিনি কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারেন সেই নিয়েও ধন্দে পুলিশ।

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **04 (Four) Nos. water supply scheme on sinking of deep tube well and installation of sub-mersible pump at ward No.- 08, 09 & 05 under Development Scheme within Ghatal Municipality as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/NIT-22e/2023-24, Date: 16.03.2024, Tender ID: 2024_MAD_687381_1 to 4.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

পাকিস্তানে আত্মঘাতী জঙ্গি হানায় মৃত অন্তত ৭ জওয়ান

ইসলামাবাদ, ১৭ মার্চ: পাকিস্তানে আত্মঘাতী হামলায় শহিদ হলেন কমপক্ষে ৭ পাক সেনা জওয়ানের। খাইবার পাখতুনখোয়ার উত্তর ওয়াজিরিস্তানে বিস্ফোরক বোঝাই ট্রাক নিয়ে এক জঙ্গি হামলা চালালে, তাতেই বিস্ফোরণের সঙ্গে গুলিও চালানো হয়। পাক সেনার তরফেও পালটা হামলা চালানো হয় বলে জানা গিয়েছে। পাক জওয়ানরা ৬ জঙ্গিকে নিকেশ করেন। জঙ্গিদের মধ্যে বেশিরভাগই আত্মঘাতী হামলার জ্যাকেট পরেছিল বলে খবর।

পাকিস্তানি সেনার তরফে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরক বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় পাক সেনার পাঁচ জওয়ান প্রাণ হারান এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি আত্মঘাতী জঙ্গি হামলায় পাক সেনাঘাঁটির একাংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। সেই অংশটি মেরামতির কাজ চলছে। পাক

দিল্লির জল বোর্ড মামলাতে তলব অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে, ২১ মার্চ দিতে হবে হাজিরা

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: শনিবার দিল্লির আবগারি নীতি সংক্রান্ত মামলায় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত জানিয়েছিল এখনই অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না ইডি। তার পরের দিনই রবিবার সকালে দিল্লির আবগারি নীতি মামলায় ইডির সমন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ২১ মার্চ তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এই নিয়ে আবগারি মামলায় নবম সমন পাঠিয়েছে ইডি। এর আগে এক বারও হাজিরা দেননি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার আদালতে এই সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে 'স্বস্তি' দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

তবে রবিবারের সমনে আবগারি মামলায় নয়, তাঁকে দিল্লি জল বোর্ড মামলাতেও তলব করা হয়েছে বলেই খবর। অভিযোগ, দিল্লি জল বোর্ডে আর্থিক তছরুপ রয়েছে। সেই মামলাতেই নাম জড়িয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর। তবে আপের দাবি, লোকসভা ভোটের আগে ইডি এবং সিবিআইকে দিয়ে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে বিজেপি।

সাংবাদিক বৈঠক করে দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেত্রী অতীশী বলেন, 'আবগারি নীতির পর এ বার দিল্লি জল বোর্ড ইস্যুর মাধ্যমে ভোটের আগে কেজরীওয়ালকে নিশানা করছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। আবগারি নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা নিয়ে সংশয় দেখা দিতেই নতুন এক মামলায় তাঁর নাম জড়ানো হল। এটা বিজেপির ব্যাকআপ পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজেপি চাইছেই যে ভাবে হোক ভোটের আগে কেজরীওয়ালকে জেলবন্দি করতে।'

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the following works vide **e-NIT NO : BM/PWD/806/E-NIT/1(2nd Call) , Dated: 15/03/2024.**

Sl. No.	Name of Work (s)	Tender Amount	Earnest Money
1	Construction of cement concrete road from Dr. C.C.C. beside Manik Nagar water Tank to G.T. Road (Shib Mandir), at Ward no. 06 & 16 under Bhadreswar Municipality. **Tender ID: 2024_MAD_686625_1.**	29,22,008.00	58,440.00

Fund : DMA AA&FS. Time of Completion : 3 Months. Bid Submission Start Date (Online): **18.03.2024 at 11.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **02.04.2024 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **05.04.2024 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website https://wbtenders.gov.in & https://bhadreswarmunicipality-gov.in

Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

ED/13/P&G/23-24 তারিখ : ১৫.০৩.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার(পি অ্যান্ড জি),এইচএমসি, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৩৫ এবং ৩৬, নবান্ন জোন, ফেজ-৬(২৩০.০০এম) অধীনে বিজিএম ইন্ডাস্ট্রিজ গেট থেকে মুন্না অজিত গ্যারাজ পর্যন্ত ফোরসোর রোডের ধার বরাবর নেচার পার্ক এলাকা পরিচ্ছন্নকরণ এবং সৌন্দর্য্যায়ণ এর জন্য প্রখ্যাত,সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ই-টেন্ডার নোটিশ এবং পি অ্যান্ড জি বিভাগ/https://wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। **টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০১.০৪.২০২৪ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।** উল্লেখ্য টেন্ডার আইডি : **2024_MAD_686751_1**। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

৩২২(৩)/২৩-২৪
১৬.৩.২৪

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the following works vide **e-NIT NO : BM/PWD/e-NIT/966 (2nd Call), Dated: 15/03/2024.**

Sl. No.	Name of Work (s)	Tender Amount	Earnest Money
1	New Construction of Gondalpara Sastri hindi high school at kumarpara Bye Lane,holding no.-19, in ward -13 (new), under Bhadreswar Municipality. **Tender ID: 2024_MAD_686391_1.**	34,26,139.00	68,523.00

Fund : PBSSM. Time of Completion : 8 Months. Bid Submission Start Date (Online): **17.03.2024 at 10.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **02.04.2024 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **05.04.2024 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website https://wbtenders.gov.in & https://bhadreswarmunicipality-gov.in

Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhad, reswar, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the following works vide **e-NIT NO : BM/PWD/658/E-NIT/1297 (1-5)(1st Call) Date: 15-03-2024.**

Sl. No.	Name of Work (s)	Tender Amount	Earnest Money
1	Construction of 6 nos.pump room at(i)Near Digra High School, Ward No.-22.,(ii)Patra Para, ward no.-6,(iii) N.S.Road, Ward no.-3,(iv)R.B.Avinue,Ward no-20,(v) Chilling Plant, Ghurigachi Main Road,Ward no.-21,(vi) Subhas Sishu Uddyan, Ward no.-17. **Tender ID: 2024_MAD_686335_1.**	5,54,790.00	11,096.00
2	Construction of pump base of 6 nos. at(i)Near Digra High School, Ward No.-22.,(ii)Patra Para, ward no.-6,(iii) N.S.Road, Ward no.- 3,(iv)R.B.Avinue,Ward no-20,(v) Chilling Plant, Ghurigachi Main Road,Ward no.-21,(vi) Subhas Sishu Uddyan, Ward no.-17. **Tender ID: 2024_MAD_686335_2.**	2,07,400.00	4,148.00
3	Drilling and insttalation of 6 nos. of deep tube-well,size 300mm x 150mm ID.Havingdischarge capacity of 25000 GPH Min.at an avg. depth-150m at(i)Near Digra High School, Ward No.-22.,(ii)Patra Para, ward no.-6,(iii) N.S.Road, Ward no.-3,(iv)R.B.Avinue,Ward no-20,(v) Chilling Plant, Ghurigachi Main Road,Ward no.-21,(vi) Subhas Sishu Uddyan, Ward no.-17. **Tender ID: 2024_MAD_686335_3.**	41,59,229.00	83,185.00
4	Throat connection of 6 nos. of deep tube-well to connect main pipeline & tubewell(i)Near Digra High School, Ward No.-22.,(ii)Patra Para, ward no.-6,(iii) N.S.Road, Ward no.-3,(iv)R.B.Avinue,Ward no-20,(v) Chilling Plant, Ghurigachi Main Road,Ward no.-21,(vi) Subhas Sishu Uddyan, Ward no.-17. **Tender ID: 2024_MAD_686335_4.**	11,00,446.00	22,009.00
5	Supplying,fitting,fixing & laying of 150mm dia. D.I. pipe line.(i)Near Digra High School, Ward No.- 22.,(ii)Patra Para, ward no.-6,(iii) N.S.Road, Ward no.- 3,(iv) R.B. Avinue,Ward no-20,(v) Chilling Plant, Ghurigachi Main Road,Ward no.-21,(vi) Subhas Sishu Uddyan, Ward no.-17. **Tender ID: 2024_MAD_686335_5.**	21,92,126.00	43,843.00

Fund : AA&FS. Time of Completion : 1 Month. Bid Submission Start Date (Online): **17 /03 /2024 at 10.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **02 /04 /2024 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **05 /04 /2024 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website https://wbtenders.gov.in & https://bhadreswarmunicipality-gov.in

Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the following works vide **e-NIT NO : BM/PWD/4655/E-NIT/1(2nd Call) , Dated: 15/03/2024.**

Sl. No.	Name of Work (s)	Tender Amount	Earnest Money
1	Construction of high drain at Bhadreswar station road in Ward No. 21, under Bhadreswar Municipality. **Tender ID: 2024_MAD_686603_1.**	30,24,021.00	60,480.00

Fund : BMS. Time of Completion : 2 Months. Bid Submission Start Date (Online): **18.03.2024 at 11.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **02.04.2024 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **05.04.2024 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website https://wbtenders.gov.in & https://bhadreswarmunicipality-gov.in

Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 276, KOLKATA, MONDAY
18 MARCH 2024, PAGE 8

আইপিএল শুরুর পাঁচ দিন আগে সৌরভের দিল্লির বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: এখনও পর্যন্ত আইপিএল জিততে পারেনি দিল্লি ক্যাপিটালস। এক বার ফাইনালে উঠে হারতে হয়েছে। দলের প্রাক্তন কোচ মহম্মদ কাইফ মনে করেন, তার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিই দায়ী। তারা ক্রিকেটারদের উপর ভরসা দেখায় না। সেই কারণেই দল সাফল্য পায় না।

পাঁচ দিন পরেই শুরু হতে চলেছে আইপিএল। তার আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ। একটি সাক্ষাৎকারে কাইফ বলেন, তযে বার আমি দিল্লিতে ছিলাম, সে বার আমরা ফাইনালে উঠেছিলাম। বাকি দুই মরসুমে প্রথম তিনে শেষ করেছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় ক্রিকেটারেরা ওখানে খুব একটা ভরসা পায় না। কোন ক্রিকেটার দলকে সাফল্য দিতে পারবে তাদের বেছে পরের মরসুমের জন্য তৈরি করা হয় না। প্রতি বছর অনেক ক্রিকেটার বদল হয়। সেই কারণে এখনও ওরা ট্রফি জিততে পারেনি।দ

গত বার খুব খারাপ খেলেছিল দিল্লি। পয়েন্ট তালিকায় নবম স্থানে শেষ করেছিল তারা। তবে এ বার দলে ফিরেছেন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। তিনি ফেরায় ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান কোচ রিকি পন্টিং। এ বারের প্রতিযোগিতা জিততে চাইছেন তাঁরা।

২২ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে এ বারের আইপিএল। দিল্লি তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ২৩ মার্চ। প্রতিপক্ষ পঞ্জাব কিংস। আপাতত ৭ এপ্রিল পর্যন্ত আইপিএলের সূচি দেওয়া হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে দু'টি হোম ম্যাচ রয়েছে দিল্লির। কিন্তু মহিলাদের আইপিএলের কারণে মাঠ খেলার উপযোগী করতে সময় লাগবে বলে এই দু'টি হোম ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলতে পারবে না তারা। দিল্লিকে খেলতে হবে বিশাখাপত্তনমে।

কেইন এবার বুন্দেসলিগার ৬০ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুন্দেসলিগার শিরোপা জয় নিয়ে বায়ার্ন মিউনিখের পক্ষে বাজি ধরার লোক এখন আর বেশি পাওয়ার কথা নয়। ২৬ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে তারা। এক ম্যাচ কম খেলে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত অপরাজিত জাবি আলোনসোর বায়ার লেভারকুসেন।

বায়ার্ন শিরোপা জিততে পারুক আর না-ই পারুক, দলটির ইংলিশ তারকা হ্যারি কেইন একের পর এক গোলের রেকর্ড গড়ে যাচ্ছেন। ডার্মস্টাডের মাঠে গতকাল বায়ার্ন মিউনিখের ৫-২ ব্যবধানের জয়েও একটি গোল করেছেন কেইন। আর এই গোলেই বুন্দেসলিগায় আরেকটি গোলের রেকর্ড গড়েছেন তিনি।

এই নিয়ে বুন্দেসলিগার চলতি মৌসুমে ২৬ ম্যাচ খেলে ৩১ গোল হলো কেইনের। এর আগে বুন্দেসলিগায় অভিষেক মৌসুমে এত গোল করতে পারেননি আর কেউ। কেইন রেকর্ড বই থেকে মুছে দিয়েছেন জার্মান কিংবদন্তি উয়ে সিলারের নাম।

৬০ বছর আগে ১৯৬৩-৬৪ মৌসুমে হামবুর্গের হয়ে বুন্দেসলিগা অভিষেকে ৩০ গোল করেছিলেন সিলার।

কেইনের রেকর্ড গড়ার রাতে জোড়া গোল করেছেন জার্মানির তরুণ তারকা জামাল মুসিয়ালা। বায়ার্নের অধিনায়ক ম্যানুয়েল নয়্যার ম্যাচ শেষে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন তাঁকে, 'নিজেদের জন্য সুযোগ তৈরি করতে আমরা কঠিন পরিশ্রম করেছি এবং আমরা সেটা করতে পেরেছি। মাঠে পার্থক্য গড়ে দেওয়ার জন্য জামালের মতো খেলোয়াড় ছিল।'

তবে পয়েন্ট তালিকায় সবার নিচে থাকা ডার্মস্টাডের বিপক্ষে দুটি গোল খেতে হওয়ায় কিছুটা হতাশ নয়্যার। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, 'এটা (রক্ষণ) নিয়ে আমাদের সবারই আরও কাজ করতে হবে।'

'যত দ্রুত সম্ভব' লিগ জিতে টেবিলে মনোযোগ দিতে চায় পিএসজি

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ মুহূর্তে নাটকীয় কিছু না ঘটলে লিগ আঁ-তে পিএসজির চ্যাম্পিয়ন হওয়া অনেকটাই নিশ্চিত। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ব্রেস্তের চেয়ে ১০ পয়েন্ট এগিয়ে থাকায় লিগ ট্রফি নিয়ে চিন্তা নেই কিলিয়ান এমবাপ্পেদের। প্যারিসের ক্লাবটির চোখ এখন উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ফ্রেঞ্চ কাপে।

পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, যত দ্রুত সম্ভব লিগ আঁ জিতে ফেলতে চায় তাঁর দল। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে বার্সেলোনাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ অনুভূতির বলেও মন্তব্য করেছেন এই স্প্যানিশ।

ফ্রান্সের শীর্ষ লিগে দলের সংখ্যা ১৮, মৌসুমে ম্যাচ ৩৪টি করে। এখন পর্যন্ত ২৫ ম্যাচ খেলে পিএসজির পয়েন্ট ৫৬, দুইয়ে থাকা ব্রেস্তের ৪৬। সর্বশেষ তিন ম্যাচেই ড্র করে পয়েন্ট না খোয়ালে পিএসজির পয়েন্ট আরও বেশিই থাকত। আজ পিএসজি লিগ আঁতে মঁপেলিয়েরের মাঠে যাচ্ছে, যে দলটি ২৫ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে অবনমন এড়ানোর লড়াই করছে।

মঁপেলিয়েরের লিগ পয়েন্ট তালিকায় ভালো অবস্থায় না থাকলেও তাদের হালকাভাবে নিচ্ছেন না পিএসজি কোচ এনরিকে, 'এটা সহজ ম্যাচ হবে না। কারণ, প্রতিপক্ষের মাঠে খেলা কখনোই সহজ নয়। আমাদের প্রতিটি ট্রফির জন্য লড়াই করতে হবে, প্রতিটি ম্যাচই জিততে হবে। জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে হবে।'

লিগে প্রতিটি জয়ই পিএসজিকে এগিয়ে দেবে ট্রফির দিকে। পিএসজি ওয়েবসাইটে মঁপেলিয়েরের ম্যাচ-পূর্ব মন্তব্যে এনরিকে জানান, আগেভাগে লিগ শিরোপার অঙ্ক মিলিয়ে ফেলার লক্ষ্য তাঁর দলের, 'কার চেয়ে কত পয়েন্টে এগিয়ে আছি, সেটা নিয়ে ভাবছি না। আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব চ্যাম্পিয়ন হতে। প্রতিটি ট্রফির জন্যই আমরা লড়াই করতে চাই।'

লিগ আঁ-র পাশাাপাশি পিএসজির সামনে ফ্রেঞ্চ কাপ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার সুযোগ আছে এখনো। ফ্রেঞ্চ কাপে এমবাপ্পেরা এখন শেষ চারে, সেমিফাইনাল ৩ এপ্রিল। আর চ্যাম্পিয়নস লিগে বার্সেলোনার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল ১০ ও ১৬ এপ্রিল। এর মধ্যে প্রথম লেগ প্যারিসে, দ্বিতীয় লেগ বার্সেলোনায়। এই ম্যাচে নিজের সাবেক ক্লাবের মুখোমুখি হবেন এনরিকে।

ব্যক্তি এনরিকের জন্য এটি বিশেষ অনুভূতিই বলেই উল্লেখ করেছেন পিএসজি কোচ, 'আমি খুবই খুশি। আমার জন্য খুবই বিশেষ অনুভূতি। পিএসজি, বার্সেলোনা;দুই দলই এর আগে একাধিকবার নিজেদের মধ্যে খেলেছে। আমরা সৌভাগ্যবান যে স্পেনে আবার খেলব। আর স্প্যানিশরা নিজেদের দেশকে খুব ভালোবাসে। আমি সেই শহরে ফিরব, যেখানে আমার ক্যারিয়ারের বড় একটা সময় কেটেছে। সব মিলিয়ে পিএসজি-বার্সেলোনার মুখোমুখি হয়ে যাওয়াটা ভালো খবর। আমরা জানতামও যে একটা বড় দলই প্রতিপক্ষ হতে চলেছে। পিএসজি যে আরও সামনে যাওয়ার মতো দল, সেটা মাঠে খেলে দেখাতে হবে।'

নেরোকাকে হারাল মহমেডান, আই লিগ জয়ের পথে এক ধাপ এগোল সাদা-কালো ব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিনিধি: আই লিগ জয়ের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। রবিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা নেরোকা এফসি-কে ২-০ গোলে হারাল। চলতি মরসুমে এই নিয়ে দু'বারই নেরোকাকে হারাল মহমেডান। প্রথম পর্বে তারা জিতেছিল নৈহাটি স্টেডিয়ামে। এ দিন জিতেছে শিলংয়ে। মণিপুরের ক্লাব হলেও রাজ্যে অস্থিরতার কারণে নেরোকাকে শিলংয়ে হোম ম্যাচ খেলতে হচ্ছে।

টানা চার ম্যাচে জিতল মহমেডান। দলের ঐক্যবদ্ধ মনোভাব এবং সংহতিতেই জয় এসেছে। তবে নেরোকার বিরুদ্ধে প্রথম গোল পেতে দীর্ঘ ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে তাদের। ৪২ মিনিটে গোল করেন এদি হার্নান্দেস। জসিমের নিখুঁত পাস থেকে গোল করেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে মহমেডানের দাপট বজায় ছিল। এ বারও গোল করেন এদি। ৫৪ মিনিটে দলের ব্যবধান বাড়ান তিনি।

এই জয়ের ফলে আই লিগের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল মহমেডান। ২০ ম্যাচে তাদের ৪৭ পয়েন্ট হল। বাকি চার ম্যাচ থেকে আর আট পয়েন্ট পেলেই আই লিগ নিশ্চিত তাদের। ফলে আইএসএলেরও যোগ্যতা অর্জন করবে তারা। জয়ের পর মহমেডানের কোচ আন্দ্রেই চের্নিশভ বলেন, তএই ম্যাচটা জিততেই হত আমাদের। কঠিন পরিস্থিতিতে খেলতে হয়েছে। নেরোকার হারানোর কিছু ছিল না। চাপের মধ্যেও ছেলেরা ভাল খেলেছে। আমি ওদের নিয়ে গর্বিত।

মেসিবিহীন মায়ামিকে জোড়া গোল করে জেতালেন সুয়ারেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চোটে পড়ে আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। মেসিকে ছাড়া মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচের আগে কিছুটা চাপেই ছিল ইন্টার মায়ামি। মেসি মায়ামিতে নাম লেখানোর পর তাঁকে ছাড়া খেলা আগের সাত ম্যাচের কোনোটিতেই যে জিততে পারেনি ফ্লোরিডার ক্লাবটি।

এবার অবশ্য অবশ্য সেই চাপ বুঝতেই দিলেন না মেসির দীর্ঘদিনের সতীর্থ ও বন্ধু লুইস সুয়ারেজ। বদলি নেমে জোড়া গোল করে ইন্টার মায়ামিকে সুয়ারেজ এনে দিয়েছেন ৩-১ ব্যবধানের দারুণ এক জয়। মায়ামিতে এসে দারুণ শুরু পাওয়া সুয়ারেজের গোল এখন ৭ ম্যাচে ৬টি।

ডিসি ইউনাইটেডের মাঠে এদিনও মেসিকে ছাড়া শুরুটা ভালো হয়নি মায়ামির। মাত্র ১৪ মিনিটে ডিসি ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন জারেড স্টুরোড। ডিসি ইউনাইটেড ১০ মিনিটের এগিয়ে থাকতে পারেনি। ২৪ মিনিটে লিওনার্দো কাম্পানার গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় মায়ামি। ১-১ সমতায় শেষ হয় প্রথমার্ধ।

দ্বিতীয়ার্ধে চেষ্টা করেও গোল পাচ্ছিল না মায়ামি। শেষ পর্যন্ত ৬২ মিনিটে রবার্ট টেলরের বদলি হিসেবে সুয়ারেজকে মাঠে নামান কোচ জেরার্দো মার্তিনো। মাঠে নেমে নিজের প্রভাব বোঝাতে ১০ মিনিটের বেশি লাগেনি সুয়ারেজের। অসাধারণ এক দলীয় আক্রমণ থেকে দারুণ ফিনিশিংয়ে দলকে এগিয়ে দেন এ উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার।

৮৫ মিনিটে সেই স্কোরলাইন ৩-১ করেন সুয়ারেজই। এবার বক্সের ভেতর তিন ডিফেন্ডারের ফাঁদ এড়িয়ে বার ঘেঁষে শট নেন উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার। গোলকিপার বলে হাত লাগিয়েও শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেনি গোল। এ জয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সে শীর্ষ স্থানেই থাকল মায়ামি। ৫ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১০।

ম্যাচ শেষে দলের জয় নিয়ে উচ্ছ্বসিত কোচ মার্তিনো বলেছেন, 'দল যেভাবে প্রথম ১৫ মিনিটের ধাক্কা সামলেছে, আমার ভালো লেগেছে। আমার মনে হয়, প্রথম ১৫-২০ মিনিটের পর ম্যাচটা আমরা ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। জয় আমাদের প্রাপ্য ছিল।'

চোট কাটিয়ে মেসি কখন ফিরতে পারেন, জানতে চাইলে মার্তিনো বলেছেন, 'এটা স্পষ্ট যে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে তাকে (মেসিকে) কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলানো। আমরা তাকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নেব না।'

কনক্যাকাফের কোয়ার্টার ফাইনালে আগামী ৩ এপ্রিল মন্টেরির মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। এর আগে অবশ্য অবশ্য নিউইয়র্ক রেড বুলস এবং নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষে লিগ ম্যাচ আছে তাদের।

বাংলাদেশের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করা তুষারাসহ প্রথম আইপিএল খেলবেন যাঁরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল খেলা বর্তমানে বেশির ভাগ ক্রিকেটারের স্বপ্ন। প্রতি মৌসুমেই আইপিএল খেলার স্বপ্নপূরণ হয় অনেক ক্রিকেটারের। তাঁদের মধ্যে কেউ আইপিএল খেলে আলোচনায় আসেন, আবার কেউ আগে থেকেই থাকেন আলোচনায়। এবার যেমন প্রথমবারের মতো আইপিএল খেলবেন শ্রীলঙ্কার নুয়ান তুষারা, যিনি সর্বশেষ বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচ করেছেন হ্যাটট্রিক, নিয়েছেন ৫ উইকেট।

রাচিন রবীন্দ্রও এবার প্রথমবার আইপিএল খেলবেন। ২৩ বছর বয়সী এই তরুণ ওয়ানডে বিশ্বকাপে তিনটি সেঞ্চুরি, দুটি ফিফটিসহ ৫৭৮ রান করার পর থেকেই আছেন আলোচনায়। এই পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে জানুয়ারিতে আইসিসি বর্ষসেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন রবীন্দ্র। এমন যে ক্রিকেটাররা এবার প্রথমবার আইপিএল খেলবেন, দেখে নেওয়া যাক;

নুয়ান তুষারা, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস

ক্রিকেটে স্লিঙ্গিং অ্যাকশনের কথা বললে সবার আগে লাসিথ মালিঙ্গার কথাই মনে পড়ে। স্লিঙ্গিং অ্যাকশনের এই মালিঙ্গা আইপিএলে মুম্বাইয়ের হয়ে খেলেছেন ৯ মৌসুম। ১২২ ম্যাচে ১৭০ উইকেট নেওয়া এই ফাস্ট বোলারকে অনেকেই আইপিএলের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার হিসেবে দেখেন। এখন সেই মালিঙ্গা মুম্বাইয়ের বোলিং কোচ।

আর তাঁর অধীনেই প্রথমবার আইপিএল খেলবেন শ্রীলঙ্কার আরেক স্লিঙ্গিং অ্যাকশনের ফাস্ট বোলার নুয়ান তুষারা। মুম্বাই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যদিও আগে থেকেই সম্পর্ক আছে তুষারার। সর্বশেষ এসএ টি-টোয়েন্টিতে মুম্বাই কেপটাউনের হয়ে খেলেছেন তিনি।

রাচিন রবীন্দ্র, চেন্নাই সুপার কিংস

চেন্নাই রবীন্দ্রকে দলে নেওয়ার পর প্রশ্ন ছিল, একাদশে সুযোগ মিলবে তো তাঁর? তবে তাঁরই স্বদেশি ডেভন কনওয়ের চোটের পর রবীন্দ্রর ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা বেশ বেড়েছে। প্রথম আসরেই ওপেনিংয়ে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে দেখা যেতে পারে রবীন্দ্রকে। ভারতে হওয়া বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলা রবীন্দ্রকে প্রথম আইপিএলে কেমন খেলেন, সেটাই দেখার।

আজমতউল্লাহ ওমরজাই, গুজরাট টাইটানস

হার্দিক পান্ডিয়া নেই। এটা আফগান অলরাউন্ডার ওমরজাইয়ের জন্য বড় সুযোগ হতে পারে। যেকোনো পজিশনে ব্যাটিং করা, নতুন বল-পুরোনো বলে বল করা;সবই পারেন ওমরজাই। তাঁর সাম্প্রতিক ফর্মও দুর্দান্ত। পাল্লেকেলেতে গত ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ক্যারিয়ারসেরা ১৪৯ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। এরপর বিপিএলে রংপুরের হয়ে ৭ ম্যাচে ১৪৫ স্ট্রাইক রেট আর ৩০ গড়ে ১৫০ রান করেছেন।

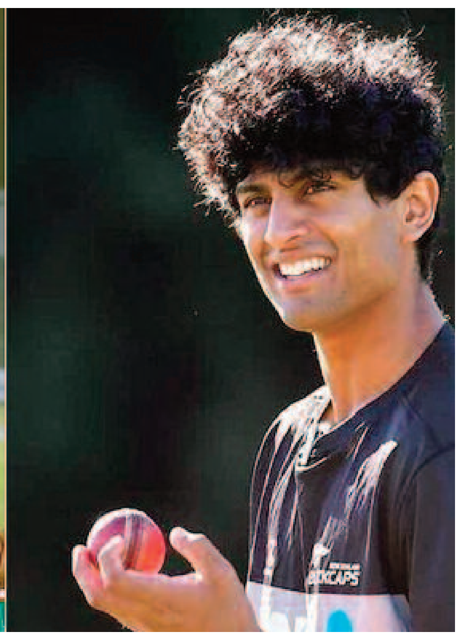

স্পেনসার জনসন, গুজরাট টাইটানস

চোটের কারণে দুই বছর আগে পেশাদার কোনো চুক্তিও ছিল না এই অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলারের। কাজ করেছেন মালি হিসেবে। ২৮ বছর বয়সী এই বোলারের জীবন খুব দ্রুতই বদলে গেছে। দ্য হানড্রেড, মেজর লিগ ক্রিকেট, গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি, বিগ ব্যাশে খেলার পর জাতীয় দলেও খেলেছেন। এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ৬ উইকেট। এর ধারাবাহিকতায় তিনি এবার খেলবেন আইপিএলেও। সেটাও কত রুপির চুক্তিতে জানেন? ১০ কোটি রুপি!

জেরাল্ড কোয়েৎজে, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস

বল হাতে ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার গতি, ব্যাট হাতে পিঞ্চ হিটারের ভূমিকা;দুটিই পালন করতে পারেন এই দক্ষিণ আফ্রিকান অলরাউন্ডার। বিদেশি ক্রিকেটার হিসেবে তাই মুম্বাইয়ের প্রথম পছন্দের একজন হতে পারেন কোয়েৎজে। ভারতের মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপেও দুর্দান্ত করেছিলেন। ৮ ম্যাচে নিয়েছেন ২০ উইকেট।

সামির রিজভি, চেন্নাই সুপার কিংস

রিজভির গল্পটা আবার একটু অন্য রকম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেননি। তবে গত আইপিএল নিলামে চেন্নাইসহ দিল্লি ক্যাপিটালস, গুজরাট টাইটানসের মতো দল নিলামে তাঁকে পাওয়ার জন্য মরিয়া ছিল। কারণ, তাঁর পারফরম্যান্স। গত বছর নিলামের আগে উত্তর প্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগে ২টি শতকসহ ৯ ম্যাচে ৫০.৫৬ গড়ে রান করেছেন ৪৫৫। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে স্ট্রাইক রেট, সেটাও নজরকাড়া। সেই টুর্নামেন্টে ১৮৮.৮ স্ট্রাইক রেটে রান করেছিলেন তিনি। তাই তো ২০ লাখ ভিত্তিমূল্যের এই ক্রিকেটারকে ৮ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে নেয় চেন্নাই সুপার কিংস।

চেন্নাইতে মহেন্দ্র সিং ধোনি ও স্টিভেন ফ্লেমিংয়ের মতো মাস্টারমাইন্ড আছেন। নিশ্চয়ই রিজভির মধ্যে এমন কিছু তাঁরা দেখেছেন, যে কারণেই কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ ঢেলেছেন। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার ব্যবহারের নিয়মের কারণেও এ ধরনের ক্রিকেটারদের কার্যকারিতা বেড়েছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**